كتاب البيوع : ক্রয়বিক্রয় পর্ব

1- عن عبد الله بن يزيد مولى الاسود بن سفيان أن زيدا ابا عياش اخبره انه سأل سعدا عن الصلت بالبيضاء فقال سعد شهدت رسول الله ﷺ يسأل عن الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب اذا جف فقالوا نعم قال فلا اذا وكره –

عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن يزيد أن زيدا ابا عياش اخبره عن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الرطب بالتمر نسيئة –

الْأَسْئِلَةُ الْمُلْحَقَةُ مَعَ الْأَجْوِبَةِ

1- هل يجوز بيع الاثمار وشرائها قبل بدو الصلاح؟ بين مذاهب الائمة بالدلائل –
2- هل يجوز بيع الاثمار بالخرص على الاشجار؟
3- ما معنى الرطب والتمر؟ أوضح مع بيان الفرق بينهما-
4- ما معنى البيع؟ هل يجوز بيع الرطب بالتمر؟ وما الخلاف فيه؟
5- ما الحكم اذا باع الزارع زرعه قبل الاشتداد؟ فصل –
6- مامعنى البيع لغة وشرعا وما ركنه وشرطه؟ بين -
7- اكتب نبذة من سيرة سعد بن أبي وقاص (رض) -
8- هل تدخل الثمرة في بيع النخلة من غير تعرض للثمرة بنفي ولا اثبات؟ بين مفصلا –

হাদিসের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ

মূল হাদিস:

عن عبد الله بن يزيد مولى الاسود بن سفيان أن زيدا ابا عياش اخبره انه سأل سعدا عن الصلت بالبيضاء فقال سعد شهدت رسول الله ﷺ

يسأل عن الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب اذا جف فقالوا نعم قال فلا اذا وكره–

عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن يزيد أن زيدا ابا عياش اخبره عن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الرطب بالتمر نسيئة.

১. المأخذ (সংকলন তথ্য):

আলোচ্য হাদিসটি 'রিবা' বা সুদের প্রকারভেদ এবং ত্রুটিপূর্ণ বেচাকেনা রোধে একটি মৌলিক দলিল। এটি ইমাম মালিক (রহ.) তাঁর মুয়াত্তা মালিক, ইমাম তিরমিজি (রহ.) তাঁর সুনানে তিরমিজি (হাদিস নং ১২২৫), ইমাম আবু দাউদ (রহ.) তাঁর সুনান (হাদিস নং ৩৩৫৯) এবং ইমাম নাসায়ি (রহ.) সংকলন করেছেন। হাদিসটি 'সহিহ' বা বিশুদ্ধ।

২. مناسبة الحديث (হাদিস প্রসঙ্গ):

ইসলামে রিবা বা সুদ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। রিবা দুই প্রকার: রিবা আন-নাসিয়া (সময়ের বিনিময়ে সুদ) এবং রিবা আল-ফজল (অতিরিক্ত বিনিময়ে সুদ)। খেজুর একটি 'রিবাউই' পণ্য (যাতে সুদ হতে পারে)। ভেজা খেজুর (রুত্বব) শুকিয়ে গেলে ওজনে বা মাপে কমে যায়। তাই শুকনা খেজুরের বিনিময়ে ভেজা খেজুর বিক্রি করলে সমতা রক্ষা হয় কি না—এই প্রশ্নের উত্তরে রাসুলুল্লাহ (সা.) এই বিধান দিয়েছেন।

৩. ترجمة الحديث مع التوضيح (হাদিসের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ):

অনুবাদ: আব্দুল্লাহ ইবনে ইয়াযিদ (আসওয়াদ ইবনে সুফিয়ানের মুক্তদাস) থেকে বর্ণিত, জায়েদ আবু আইয়াশ তাঁকে জানিয়েছেন যে, তিনি সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.)-কে 'সিলত' ও 'বায়দা' (দুটি ভিন্ন জাতের যব বা শস্য)-এর বিনিময় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। তখন সা'দ (রা.) বললেন: আমি রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে দেখেছি, যখন তাঁকে শুকনা খেজুরের বিনিময়ে ভেজা খেজুর (রুত্বব) বিক্রি করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তখন নবীজি (সা.) বললেন: "ভেজা খেজুর কি শুকিয়ে গেলে কমে যায়?" সাহাবিরা বললেন, "জি হ্যাঁ।" তখন তিনি বললেন: "তাহলে এটি জায়েজ নয় (ফলা ইজান)।" এবং তিনি এটি অপছন্দ করলেন।

দ্বিতীয় বর্ণনায়: রাসুলুল্লাহ (সা.) বাকিতে (নাসিয়া) শুকনা খেজুরের বিনিময়ে ভেজা খেজুর বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।

ব্যাখ্যা:

- **কমে যাওয়া:** ভেজা খেজুরে পানি থাকে, যা শুকনা খেজুরে থাকে না। তাই লেনদেনের সময় মাপে সমান হলেও, শুকানোর পর ভেজা খেজুর কমে যাবে। ফলে ভবিষ্যতে গিয়ে 'কম-বেশি' বা 'রিবা আল-ফজল' হয়ে যাবে।
- **ফলা ইজান:** এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রিবাউই পণ্য (যেমন সোনা, রুপা, গম, যব, খেজুর, লবণ) একে অপরের সাথে বদল করতে হলে সমান সমান হতে হবে এবং নগদ হতে হবে। কম-বেশি হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে তা হারাম।

৪. الحاصل (সমাপনী):

এই হাদিস থেকে প্রমাণিত হয় যে, সমজাতীয় রিবাউই পণ্য কম-বেশি করে বিক্রি করা হারাম। ভেজা খেজুর এবং শুকনা খেজুরের বিনিময় জায়েজ নয়, কারণ পরিণামে ওজনে বা মাপে পার্থক্য নিশ্চিত।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন ও উত্তর (الْأَسْئِلَةُ الْمُلْحَقَةُ مَعَ الْأَجْوِبَةِ)

১. ফল পাকার বা উপযোগী হওয়ার আগে (বাদু আস-সালাহ) তা কেনা-বেচা কি জায়েজ? ইমামদের মাযহাব ও দলিলসহ লেখ। (هل يجوز بيع الاثمار وشرائـها قبل بدو الصلاح؟ بين مذاهب الائمة بالدلائل)

উত্তর:

গাছে ফল ধরার পর তা পাকার উপযোগী হওয়ার আগে (বাদু আস-সালাহ) বিক্রি করা জায়েজ কি না, এ বিষয়ে ফকিহদের মধ্যে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

বাদু আস-সালাহ (بدو الصلاح)-এর অর্থ:

ফলের এমন অবস্থা হওয়া যখন তা খাওয়ার উপযোগী হয় বা নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থেকে মুক্ত হয়। যেমন—খেজুর লাল বা হলুদ বর্ণ ধারণ করা, দানা শক্ত হওয়া ইত্যাদি।

ইমামদের মাযহাব:

১. জুমহুর উলামা (ইমাম মালিক, শাফেয়ি, আহমদ) ও হানাফি মাযহাবের অধিকাংশ ফকিহ:

তাঁদের মতে, ফল পাকার উপযোগী হওয়ার আগে তা গাছে থাকা অবস্থায় বিক্রি করা নাজায়েজ।

- **শর্ত:** যদি ক্রেতা ফলটি এখনই কেটে ফেলার শর্তে (বি-শর্তিল কাত') ক্রয় করে এবং ফলটি পশুখাদ্য বা অন্য কাজে ব্যবহারযোগ্য হয়, তবে তা জায়েজ। কিন্তু যদি গাছে রেখে বড় করার শর্তে বা পাকার আশায় কেনে (বি-শর্তিত তাবকিয়া), তবে তা হারাম।
- **দলিল:** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا

অর্থ: রাসুলুল্লাহ (সা.) ফল পাকার উপযোগী হওয়ার পূর্বে তা বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। (সহিহ বুখারি ও মুসলিম)

২. ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর একটি সূক্ষ্ম মত:

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, ফল যদি দৃশ্যমান হয় (যাহুরুল ফল), তবে তা বিক্রি করা জায়েজ (শর্তহীনভাবে), যদিও পাকার উপযোগী হয়নি। তবে এটি মুতলাক (শর্তহীন) বিক্রির ক্ষেত্রে। তখন ক্রেতাকে তাৎক্ষণিকভাবে ফল কেটে নিতে হবে। কিন্তু সাধারণত মানুষ গাছে রাখার জন্যই কেনে, যা 'ফাসিদ' বা ত্রুটিপূর্ণ শর্ত হিসেবে গণ্য হয়। তাই কার্যত হানাফি ফতোয়াও জুমহুরের কাছাকাছি যে, গাছে রাখার শর্তে কাঁচা ফল বিক্রি নাজায়েজ।

হেকমত:

কাঁচা ফল ঝড়, বৃষ্টি বা পোকার আক্রমণে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তখন ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি হয়। রাসুল (সা.) বলেছেন: "যদি আল্লাহ ফল নষ্ট করে দেন, তবে তোমরা ভাইয়ের সম্পদ কীসের বিনিময়ে ভক্ষণ করবে?" (মুসলিম)। এই বিবাদ রোধকল্পেই এই নিষেধাজ্ঞা।

---

২. গাছে থাকা অবস্থায় কি অনুমানের ভিত্তিতে (খারস) ফল বিক্রি করা জায়েজ? (هل يجوز بيع الاثمار بالخرص على الاشجار؟)

উত্তর:

গাছে থাকা ফলকে পেড়ে শুকানোর পর কতটুকু হবে—তা অনুমান (খারস) করে তার বিনিময়ে মাটিতে রাখা শুকনা ফল দিয়ে কেনা-বেচা করাকে 'বাইউল আরিয়া' (بيع العرايا) বা 'মুযাবানা' (المزابنة) বলা হয়। এর হুকুম নিয়ে মতভেদ আছে।

১. সাধারণ নিয়ম (মুযাবানা):

সাধারণত গাছে থাকা ভেজা খেজুরের বিনিময়ে নিচে থাকা শুকনা খেজুর বিক্রি করা হারাম। কারণ মাপে কম-বেশি হওয়া নিশ্চিত এবং এটি সুদের অন্তর্ভুক্ত। এটি 'মুযাবানা' নামে পরিচিত, যা রাসুল (সা.) নিষেধ করেছেন।

২. বিশেষ ছাড় (বাইউল আরিয়া):

রাসুলুল্লাহ (সা.) গরিব ও মিসকিনদের জন্য একটি বিশেষ ছাড় দিয়েছেন, যাকে 'আরিয়া' বলা হয়। যদি কোনো গরিব মানুষের কাছে নগদ টাকা না থাকে কিন্তু ঘরে শুকনা খেজুর থাকে, আর সে তার বাচ্চাদের জন্য গাছ থেকে তাজা খেজুর খেতে চায়, তবে সে অনুমানের ভিত্তিতে (৫ ওয়াসাক বা তার কম পরিমাণ) কেনা-বেচা করতে পারবে।

ইমামদের মতভেদ:

- **ইমাম শাফেয়ি, মালিক ও আহমদ (রহ.):** তাঁদের মতে, 'আরিয়া' পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট পরিমাণ (৫ ওয়াসাক বা প্রায় ৩ মণ)-এর নিচে অনুমানের ভিত্তিতে বিক্রি করা **জায়েজ**। এটি শরিয়তের 'রুখসাত' বা বিশেষ ছাড়।
- **ইমাম আবু হানিফা (রহ.):** হানাফি মাযহাব মতে, অনুমানের ভিত্তিতে (খারস) ফল বিক্রি করা **নাজায়েজ**। কারণ রাসুল (সা.) মুযাবানা নিষেধ করেছেন। আরিয়া সংক্রান্ত হাদিসকে হানাফিগণ 'হিবার' (দান) বা উপহারের অর্থে ব্যাখ্যা করেন, ক্রয়-বিক্রয় হিসেবে নয়। তাঁদের মতে, মাপে নিশ্চিত না হয়ে রিবাউই পণ্য বিনিময় করা সুদের দরজা খুলে দেয়।

সিদ্ধান্ত: হানাফি মতে অনুমান করে বিক্রি জায়েজ নেই, কিন্তু অন্য তিন মাযহাবে শর্তসাপেক্ষে জায়েজ।

---

৩. 'রুত্বব' (الرطب) ও 'তামর' (التمر) এর অর্থ কী? উভয়ের পার্থক্য বুঝিয়ে লেখ। (ما معنى الرطب والتمر؟ أوضح مع بيان الفرق بينهما)

উত্তর:

খেজুরের বিভিন্ন অবস্থার ওপর ভিত্তি করে এর ভিন্ন ভিন্ন নাম রয়েছে। 'রুত্বব' ও 'তামর' হলো খেজুরের দুটি প্রধান পর্যায়।

১. রুত্বব (الرطب):

- **অর্থ:** পাকা ও তাজা খেজুর।
- **বিবরণ:** খেজুর যখন গাছে পেকে নরম, রসালো এবং মিষ্টি হয়, কিন্তু এখনো শুকায়নি—এই অবস্থাকে 'রুত্বব' বলা হয়। এতে পানির পরিমাণ বেশি থাকে এবং এটি বেশিদিন সংরক্ষণ করা যায় না। এটি খেতে অত্যন্ত সুস্বাদু। আল্লাহ তাআলা বিবি মরিয়ম (আ.)-কে বলেছিলেন: *"তুসাকিত আলাইকি রুত্বাবান জানিয়্যা"* (তোমার ওপর তাজা খেজুর পড়বে)।

২. তামর (التمر):

- **অর্থ:** শুকনা খেজুর।
- **বিবরণ:** রুত্বব বা পাকা খেজুরকে যখন রোদে শুকানো হয় বা প্রাকৃতিকভাবে শুকিয়ে যায় এবং এটি সংরক্ষণের উপযোগী হয়, তখন তাকে 'তামর' বলা হয়। এটি বছরের পর বছর রাখা যায়। আরবদের প্রধান খাদ্য ছিল এই তামর।

পার্থক্য:

১. আর্দ্রতা: রুত্বব আর্দ্র ও ভেজা; তামর শুষ্ক।

২. ওজন: একই আয়তনের রুত্বব ও তামরের মধ্যে রুত্ববের ওজন বেশি হয় (পানির কারণে)। শুকিয়ে গেলে রুত্ববের ওজন কমে যায়।

৩. হুকুম: এই ওজন বা আয়তন কমে যাওয়ার কারণেই রুত্বব দিয়ে তামর কেনা-বেচা করা নিষিদ্ধ (যদি না নগদ ও সমান সমান হওয়ার নিশ্চয়তা থাকে, যা বাস্তবে অসম্ভব)।

---

৪. 'বাই' (البيع) বা ক্রয়-বিক্রয়ের অর্থ কী? শুকনা খেজুরের বিনিময়ে তাজা খেজুর বিক্রি কি জায়েজ? মতভেদসহ লেখ। (ما معنى البيع؟ هل يجوز بيع الرطب بالتمر؟ وما الخلاف فيه؟)

উত্তর:

ক. বাই (البيع)-এর অর্থ:

- **আভিধানিক অর্থ:** কোনো কিছুর বিনিময় করা।
- **পারিভাষিক অর্থ:** পারস্পরিক সন্তুষ্টির ভিত্তিতে মালের বিনিময়ে মাল (সম্পদ) হস্তান্তর করা।

খ. শুকনা খেজুরের বিনিময়ে তাজা খেজুর বিক্রির হুকুম:

শুকনা খেজুর (তামর) দিয়ে তাজা খেজুর (রুত্বব) কেনা-বেচা জায়েজ কি না, এ নিয়ে ফকিহদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

১. জুমহুর উলামা (মালিকি, শাফেয়ি, হাম্বলি) ও সাহিবাইন (ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ):

তাঁদের মতে, এটি সম্পূর্ণ নাজায়েজ ও হারাম।

- **দলিল:** আলোচ্য সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.)-এর হাদিস। রাসুল (সা.) যুক্তি দেখিয়েছেন যে, তাজা খেজুর শুকালে কমে যায়, তাই বর্তমানে সমান হলেও ভবিষ্যতে কম-বেশি হবে। আর রিবাউই পণ্যে কম-বেশি হওয়া মানেই সুদ (রিবা আল-ফজল)।

২. ইমাম আবু হানিফা (রহ.):

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মূল মত হলো, যদি লেনদেনের সময় পাত্রে মেপে (Kayl) উভয় খেজুর সমান সমান (যেমন ১ সা রুত্বব = ১ সা তামর) হয় এবং হাতে হাতে (নগদ) লেনদেন হয়, তবে তা জায়েজ।

- **যুক্তি:** তিনি বর্তমান অবস্থার সমতাকে ধর্তব্য মনে করেন। ভবিষ্যতে শুকিয়ে কী হবে, তা শরিয়তের দেখার বিষয় নয়। যেমন ভিজা গম দিয়ে শুকনা গম বিক্রি করা জায়েজ (যদি মাপে সমান হয়)।
- **হাদিসের ব্যাখ্যা:** হানাফিগণ সা'দ (রা.)-এর হাদিসকে 'তানজিহি' বা উত্তম পন্থা হিসেবে ব্যাখ্যা করতে পারেন, অথবা বলতে পারেন যে হাদিসে 'নাসিয়া' (বাকি) বিক্রির কথা এসেছে যা সর্বসম্মতভাবে হারাম।

ফতোয়া: হানাফি মাযহাবে পরবর্তীতে **সাহিবাইন (ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ)-এর মতের ওপর ফতোয়া** দেওয়া হয়। অর্থাৎ, হাদিসের স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞার কারণে শুকনা খেজুর দিয়ে তাজা খেজুর বিক্রি করা নাজায়েজ। কারণ হাদিসের যুক্তি (কমে যাওয়া) অকাট্য।

---

৫. কৃষক যদি শস্য দানা শক্ত হওয়ার আগেই (ইশতিদাদ) খেত বিক্রি করে দেয়, তার হুকুম কী? (ما الحكم اذا باع الزارع زرعه قبل الاشتداد؟ فصل)

উত্তর:

শস্য (গম, ধান, যব) দানাদার ও শক্ত হওয়ার আগে বিক্রি করার মাসআলাটি ফলের 'বাদু আস-সালাহ' (পাকার উপযোগিতা)-এর মাসআলার মতোই। একে 'ইশতিদাদুল হাব্ব' (শস্য শক্ত হওয়া) বলা হয়।

বিস্তারিত হুকুম:

১. দানা শক্ত হওয়ার পর:

যদি শস্যের দানা শক্ত হয়ে যায় এবং তা কাটার উপযোগী হয়, তবে তা বিক্রি করা সর্বসম্মতিক্রমে জায়েজ।

২. **দানা শক্ত হওয়ার আগে (ঘাস বা কাঁচা অবস্থায়):**

- **শর্তহীনভাবে বিক্রি:** যদি ক্রেতা ও বিক্রেতা কোনো শর্ত না করে (কখন কাটবে), তবে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে জায়েজ, কিন্তু ক্রেতাকে এখনই কেটে নিতে হবে। আর জুমহুর মতে নাজায়েজ (কারণ এতে ধোঁকা বা গারার আছে)।
- **জমিতে রাখার শর্তে:** যদি ক্রেতা এই শর্তে কেনে যে, শস্য পেকে শক্ত হওয়া পর্যন্ত জমিতেই থাকবে, তবে তা সর্বসম্মতিক্রমে **নাজায়েজ (ফাসিদ)**। কারণ এটি অন্যের জমিতে নিজের ফসল রাখা এবং ভবিষ্যতের অনিশ্চিত লাভ বিক্রি করা।
- **কেটে ফেলার শর্তে:** যদি পশু খাদ্য (ফডার/খড়) হিসেবে ব্যবহারের জন্য এখনই কেটে ফেলার শর্তে বিক্রি করে, তবে তা **জায়েজ**। কারণ তখন এটি ঘাস হিসেবে বিক্রি হচ্ছে, শস্য হিসেবে নয়।

সারকথা: দানা পুষ্ট ও শক্ত হওয়ার আগে শস্য হিসেবে বিক্রি করা জায়েজ নয়, তবে পশুখাদ্য হিসেবে কেটে নেওয়ার শর্তে জায়েজ।

---

৬. 'বাই' (البيع)-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ, রুকন এবং শর্তসমূহ বর্ণনা করো। (مامعنى البيع لغة وشرعا وما ركنه وشرطه؟ بين)

উত্তর:

অর্থ:

- **আভিধানিক:** বিনিময় করা, হাতবদল করা।
- **পারিভাষিক (হানাফি):** *"মুবাদালাতুল মাল বিল মালি বিত্তারাজি"* অর্থাৎ পারস্পরিক সন্তুষ্টির ভিত্তিতে মালের বিনিময়ে মাল আদান-প্রদান করা।

রুকন (মৌলিক স্তম্ভ):

হানাফি মাযহাব মতে, বেচাকেনার রুকন হলো মাত্র একটি:

- **ইজাব ও কবুল (প্রস্তাব ও গ্রহণ):** বিক্রেতা বলবে "বিক্রি করলাম" (ইজাব) এবং ক্রেতা বলবে "কিনলাম" (কবুল)। এটি কথার মাধ্যমে বা লেনদেনের (মুআত্বাত) মাধ্যমে হতে পারে।

শর্তসমূহ (Shurut):

বেচাকেনা সহিহ হওয়ার জন্য কিছু শর্ত রয়েছে:

১. ইনইকাদ বা সংঘটনের শর্ত:

* ক্রেতা ও বিক্রেতার সুস্থ মস্তিষ্ক (আকেল) ও বোধশক্তি (মুমায়্যিজ) থাকা। (পাগল বা অবুঝ শিশুর বেচাকেনা হয় না)।
* ইজাব ও কবুল একই বৈঠকে হওয়া।

২. সিহহাত বা শুদ্ধতার শর্ত:

* পণ্যটি 'মাল' (সম্পদ) হওয়া এবং মূল্যবান হওয়া (মুতাকাওয়িম)।
* পণ্যটি বিক্রেতার মালিকানায় থাকা।
* পণ্য এবং মূল্য নির্দিষ্ট ও জানা থাকা (মাজহুল বা অজানা না হওয়া)।
* হারাম বস্তু (শূকর, মদ) না হওয়া।
* সুদি শর্ত না থাকা।

---

৭. হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.)-এর জীবনী সংক্ষেপে লেখ। (اكتب نبذة من سيرة سعد بن أبي وقاص (رض))

উত্তর:

নাম ও বংশ:

তাঁর নাম সা'দ, পিতার নাম মালিক (যিনি আবু ওয়াক্কাস নামে পরিচিত)। তিনি কুরাইশ বংশের বনু জোহরা শাখার সন্তান। তিনি ছিলেন রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর মামা (মায়ের দিকের আত্মীয়)।

ইসলাম গ্রহণ ও মর্যাদা:

তিনি 'আস-সাবিকুনাল আউয়ালুন' বা প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণকারীদের একজন। মাত্র ১৭ বছর বয়সে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি সেই ১০ জন সৌভাগ্যবান সাহাবীর একজন (আশারায়ে মুবাশশারা), যাঁদের দুনিয়াতেই জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে।

বীরত্ব ও অবদান:

- তিনি ছিলেন ইসলামের প্রথম তীরন্দাজ যিনি আল্লাহর পথে তীর নিক্ষেপ করেন।
- উহুদ যুদ্ধে তিনি রাসুল (সা.)-এর সুরক্ষায় এমন বীরত্ব দেখান যে, নবীজি (সা.) তাঁকে বলেছিলেন: *"হে সা'দ! তীর চালাও, আমার মা-বাবা তোমার ওপর কুরবান হোক।"* (বুখারি)। এই বাক্য নবীজি আর কাউকে বলেননি।
- তিনি ছিলেন পারস্য বিজয়ী সেনাপতি। তাঁর নেতৃত্বে কাদিসিয়ার যুদ্ধে মুসলিমরা পারস্য সাম্রাজ্য জয় করে। তিনি কুফা নগরী প্রতিষ্ঠা করেন।

ইন্তেকাল:

তিনি ৫৫ হিজরি সনে মদিনার নিকটবর্তী আকিক নামক স্থানে ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছরের বেশি। তাঁকে জান্নাতুল বাকিতে দাফন করা হয়। তিনি ছিলেন আশারায়ে মুবাশশারার মধ্যে সর্বশেষ মৃত্যুবরণকারী সাহাবি।

---

৮. খেজুর গাছ বিক্রি করলে গাছের ফল কি তাতে অন্তর্ভুক্ত হবে (আলাদা উল্লেখ না করলেও)? বিস্তারিত আলোচনা করো। (هل تدخل الثمرة في بيع النخلة من غير تعرض للثمرة بنفي ولا اثبات؟ بين مفصلا)

উত্তর:

যদি কেউ খেজুর গাছ বা ফলের বাগান বিক্রি করে, কিন্তু গাছে থাকা ফলের ব্যাপারে চুক্তিতে কিছু না বলে (ফল কার হবে?), তবে ফলের মালিকানা কার হবে—তা ফলের অবস্থার ওপর নির্ভর করে।

হাদিসের বিধান:

রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন:

مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

অর্থ: যে ব্যক্তি এমন খেজুর গাছ বিক্রি করল যার পরাগায়ন (তাবির) করা হয়েছে, তবে তার ফল বিক্রেতার। তবে যদি ক্রেতা শর্ত করে (যে ফল আমার), তবে তা ক্রেতার। (বুখারি ও মুসলিম)

বিস্তারিত হুকুম:

১. পরাগায়নের (তাবির) পর বিক্রি করলে:

যদি গাছে মুকুল আসার পর কৃত্রিম বা প্রাকৃতিকভাবে পরাগায়ন হয়ে যায় এবং এরপর গাছ বিক্রি করা হয়, তবে গাছের ফল বিক্রেতার বলে গণ্য হবে। ক্রেতা শুধু গাছ পাবে। ফল পাকার পর বিক্রেতা তা পেড়ে নেবে।

২. পরাগায়নের (তাবির) আগে বিক্রি করলে:

যদি মুকুল বের হওয়ার আগে বা পরাগায়নের আগে গাছ বিক্রি করা হয়, তবে সেই ফল গাছের অংশ হিসেবে ক্রেতার মালিকানায় যাবে।

৩. হানাফি মাযহাবের মত:

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, পরাগায়ন হোক বা না হোক, যদি ফল দৃশ্যমান হয় (বের হয়ে থাকে), তবে তা বিক্রেতার। আর যদি ফল বের না হয়ে থাকে, তবে তা গাছের অংশ হিসেবে ক্রেতার। অর্থাৎ হানাফি মতে মাপকাঠি হলো 'ফল বের হওয়া' (যাহুর), পরাগায়ন নয়।

তবে সকল ক্ষেত্রেই যদি বিক্রির সময় স্পষ্ট শর্ত করে নেওয়া হয় (যে ফল কার হবে), তবে শর্ত অনুযায়ী আমল হবে।

2- عن نافع عن ابن عمر قال نهي رسول الله ان يتلقى السلع حتى تدخل الاسواق –

الْأَسْئِلَةُ الْمُلْحَقَةُ مَعَ الْأَجْوبَةِ

1- **ما هي صورة تلقى الركبان؟ ثم بين حكمها –**
2- **تحدث عن صور معاصرة لتلقى السلع –**
3- **اكتب اضرار البائع والمشترى لتلقى السلع –**
4- **متى تكون تلقى الركبان ممنوعا؟ وما الحكمة في المنع عنه؟**
5- **لم نهى أن يبيع الحاضر للبادي؟ وما هي الحكمة فيه؟**
6- **متى يكون الناجش الماء وما السر في المنع عن النجش؟**
7- **ما هي اقوال العلماء في بيع الحاضر للبادي؟ بين بالدلائل -**
8- **اكتب نبذة من حياة نافع (رح) بالايجاز –**

হাদিসের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ

মূল হাদিস:

عن نافع عن ابن عمر قال نهي رسول الله ان يتلقى السلع حتى تدخل الاسواق.

১. المأخذ (সংকলন তথ্য):

আলোচ্য হাদিসটি ব্যবসার অসাধু উপায় রোধে এবং বাজার ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণে একটি মৌলিক নীতিমালা। এটি ইমাম বুখারি (রহ.) তাঁর সহিহ বুখারি (হাদিস নং ২১৬৬), ইমাম মুসলিম (রহ.) তাঁর সহিহ মুসলিম (হাদিস নং ১৫১৭) এবং ইমাম মালিক (রহ.) তাঁর মুয়াত্তা গ্রন্থে সংকলন করেছেন। হাদিসটি 'মুত্তাফাকুন আলাইহি' বা সর্বোচ্চ বিশুদ্ধ।

২. مناسبة الحديث (হাদিস প্রসঙ্গ):

তৎকালীন আরবে এক শ্রেণীর চালাক ব্যবসায়ী ছিল যারা গ্রামের সহজ-সরল বেদুঈন বা কৃষকদের পণ্য শহরে পৌঁছানোর আগেই রাস্তার মাঝপথে গিয়ে কিনে নিত। তারা কৃষকদের বাজারের আসল দাম জানতে দিত না এবং খুব সস্তায় পণ্য কিনে নিত। পরে শহরে এনে চড়া দামে বিক্রি করত। এতে বিক্রেতা (কৃষক) এবং সাধারণ ক্রেতা (জনগণ)—উভয়েই ক্ষতিগ্রস্ত

হতো। এই শোষণ বন্ধ করতেই রাসুলুল্লাহ (সা.) এই হাদিসটি ইরশাদ করেছেন।

৩. ترجمة الحديث مع التوضيح (হাদিসের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ):

অনুবাদ: হযরত নাফে (রহ.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহ (সা.) পণ্যদ্রব্য বাজারে প্রবেশ করার পূর্বে রাস্তার মধ্যে গিয়ে (কৃষক বা কাফেলার সাথে) সাক্ষাৎ করতে (এবং কিনে নিতে) নিষেধ করেছেন।

ব্যাখ্যা:

- **তালাক্কি (تلقى):** এর অর্থ হলো এগিয়ে গিয়ে সাক্ষাৎ করা বা অভ্যর্থনা জানানো। এখানে উদ্দেশ্য হলো ব্যবসার জন্য পণ্যবাহী কাফেলাকে পথিমধ্যে থামানো।
- **সিলা' (السلع):** পণ্যদ্রব্য। বিশেষ করে খাদ্যশস্য ও গবাদিপশু।
- **নিষেধাজ্ঞার কারণ:** এতে দুটি ক্ষতি হয়। ১. গ্রামের বিক্রেতা বাজারের দাম না জানায় ঠকে যায়। ২. শহরের দালালরা পণ্য মজুত করে কৃত্রিম সংকট তৈরি করে দাম বাড়িয়ে দেয়।

৪. الحاصل (সমাপনী):

ইসলামি অর্থনীতিতে অবাধ প্রতিযোগিতা ও স্বচ্ছতা জরুরি। পণ্যের সরবরাহকারীকে সরাসরি বাজারে প্রবেশের সুযোগ দিতে হবে, যাতে সে ন্যায্য মূল্য পায় এবং সাধারণ মানুষও সঠিক দামে পণ্য কিনতে পারে। মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য ইসলামে নিষিদ্ধ।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন ও উত্তর (الْأَسْئِلَةُ الْمُلْحَقَةُ مَعَ الْأَجْوِبَةِ)

১. 'তালাক্কির রুকবান' (কাফেলার সাথে সাক্ষাৎ)-এর স্বরূপ কী? এবং এর হুকুম বর্ণনা করো। (ما هي صورة تلقى الركبان؟ ثم بين حكمها)

উত্তর:

স্বরূপ (সুরাতুল মাসআলা):

'তালাক্কির রুকবান' (تلقي الركبان) বা 'তালাক্কিস সিলা' বলতে বোঝায়— শহরের কোনো ব্যবসায়ী, দালাল বা মহাজন গ্রামের উৎপাদক, কৃষক বা

ভিনদেশি বণিকদের কাফেলা বাজারে পৌঁছানোর আগেই শহরের বাইরে গিয়ে তাদের সাথে সাক্ষাৎ করে। এরপর তাদের বাজারের বর্তমান দরদাম সম্পর্কে অজ্ঞ রেখে বা মিথ্যা তথ্য দিয়ে তাদের পণ্য সস্তায় কিনে নেয়। বিক্রেতা মনে করে সে ভালো দাম পেয়েছে, কিন্তু বাজারে গেলে সে আরও বেশি দাম পেত।

হুকুম (শরয়ী বিধান):

এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয়ের হুকুম নিয়ে ফকিহদের মধ্যে মতভেদ ও শর্ত রয়েছে:

১. জুমহুর উলামা (মালিকি, শাফেয়ি, হাম্বলি):

তাদের মতে, এভাবে পণ্য কেনা-বেচা করা হারাম (নিষিদ্ধ) এবং গুনাহের কাজ। রাসুলুল্লাহ (সা.) স্পষ্টভাবে নিষেধ করেছেন।

- **চুক্তির বৈধতা:** গুনাহ হলেও বেচাকেনাটি 'সহিহ' বা কার্যকর হয়ে যাবে (পণ্য ক্রেতার হবে), কিন্তু বিক্রেতার (কাফেলার মালিকের) 'খিয়ার' বা ইখতিয়ার থাকবে। সে বাজারে গিয়ে আসল দাম জানার পর চাইলে চুক্তি বাতিল করতে পারবে।
- **দলিল:** রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ، فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ، فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ

অর্থ: তোমরা কাফেলার সাথে (পথে) সাক্ষাৎ করো না। কেউ যদি সাক্ষাৎ করে কিনে নেয়, তবে পণ্যের মালিক বাজারে আসার পর তার ইখতিয়ার থাকবে (চুক্তি বহাল রাখার বা বাতিল করার)। (সহিহ মুসলিম)

২. হানাফি মাযহাব:

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, তালাক্কির রুকবান মাকরুহ তাহরিমি হবে তখন, যখন এর দ্বারা দুটি শর্ত পাওয়া যায়:

- ক. যদি এর দ্বারা শহরবাসী বা সাধারণ মানুষের ক্ষতি হয় (দাম বেড়ে যায়)।
- খ. যদি বিক্রেতাকে ধোঁকা দেওয়া হয়।

যদি এই দুটি ক্ষতি না থাকে (যেমন—বাজারে পণ্যের অভাব নেই এবং বিক্রেতাকেও ঠকানো হয়নি), তবে এটি জায়েজ। তবে যেহেতু ধোঁকার সম্ভাবনা থাকে, তাই এটি এড়িয়ে চলাই উত্তম।

---

২. পণ্য পথের মধ্যে কিনে নেওয়ার (তালাক্কিস সিলা) আধুনিক বা সমসাময়িক রূপগুলো আলোচনা করো। (تحدث عن صور معاصرة لتلقى السلع)

উত্তর:

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে উটের কাফেলা আসত, আর এখন ট্রাক, জাহাজ বা কার্গো আসে। কিন্তু 'তালাক্কি' বা মধ্যস্বত্বভোগীদের শোষণের ধরন আধুনিক রূপেও বিদ্যমান। সমসাময়িক কিছু উদাহরণ (Suwar Mu'asira) নিচে দেওয়া হলো:

১. সিন্ডিকেট ও আড়তদার:

গ্রাম থেকে কৃষকরা ট্রাকে করে সবজি বা শস্য নিয়ে শহরের পাইকারি বাজারে (যেমন কারওয়ান বাজার) আসার পথে শহরের প্রবেশমুখে বা হাইওয়েতে দালালরা ট্রাক থামিয়ে দেয়। তারা কৃষকদের ভয় দেখায় যে, "বাজারে দাম পড়ে গেছে, ভিড় বেশি, এখনই আমাদের কাছে বিক্রি করে দাও।" কৃষক বাধ্য হয়ে কম দামে দিয়ে দেয়। এটি হুবহু তালাক্কির রুকবান।

২. এজেন্ট বা ফড়িয়া ব্যবসায়ী:

ফসল কাটার মৌসুমে বড় কোম্পানি বা মিল মালিকরা তাদের এজেন্টদের গ্রামে পাঠিয়ে দেয়। তারা কৃষকের বাড়ি বা ক্ষেত থেকে ফসল কিনে নেয়, যাতে কৃষক সরাসরি বাজারে আসতে না পারে। এর ফলে বাজারে কৃত্রিম সংকট তৈরি হয় এবং শহরের মানুষ চড়া দামে কিনতে বাধ্য হয়।

৩. এয়ারপোর্ট বা পোর্টে সাক্ষাৎ:

বিদেশ থেকে আসা যাত্রীদের বা ছোট ব্যবসায়ীদের লাগেজ বা পণ্য এয়ারপোর্টের বাইরেই কিনে নেওয়া, যাতে তারা খোলা বাজারে যাচাই করার সুযোগ না পায়।

৪. অনলাইন ম্যানিপুলেশন:

যদিও এটি সরাসরি 'সাক্ষাৎ' নয়, কিন্তু অনেক সময় বড় ই-কমার্স বা ট্রেডাররা উৎপাদকের পুরো স্টক আগেই বুক করে ফেলে (Pre-order), যাতে সাধারণ বাজারে পণ্য না আসে এবং তারা একচেটিয়া দাম নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এটিও তালাক্কির মূল উদ্দেশ্যের (বাজার নিয়ন্ত্রণ) সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ইসলামের দৃষ্টিতে এই সব প্রক্রিয়াই নিন্দনীয়, যদি তাতে উৎপাদক ঠকে এবং ভোক্তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

---

৩. পণ্য পথিমধ্যে কিনে নেওয়ায় বিক্রেতা ও ক্রেতার (জনগণের) কী কী ক্ষতি হয়? (اكتب اضرار البائع والمشترى لتلقى السلع)

উত্তর:

'তালাক্কিস সিলা' বা পথিমধ্যে পণ্য কিনে নেওয়া একটি অসামাজিক ও অনৈতিক ব্যবসা পদ্ধতি। এতে উভয় পক্ষের ক্ষতি (মাফাসিদ) রয়েছে:

১. বিক্রেতার (কৃষক/আমদানিকারক) ক্ষতি:

- **গাবন বা ঠকে যাওয়া:** বিক্রেতা বা গ্রাম্য কৃষক শহরের বর্তমান বাজারদর সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে। দালালরা এই অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে নামমাত্র মূল্যে পণ্য হাতিয়ে নেয়। একে ফিকহের পরিভাষায় 'গাবন ফাহিশ' (মারাত্মক ঠকানো) বলা হয়।
- **বাজারের অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চনা:** কৃষক সরাসরি বাজারে না আসার কারণে বাজারের চাহিদা, গুণগত মান এবং ব্যবসার কৌশল সম্পর্কে অজ্ঞই থেকে যায়।

২. ক্রেতার (শহরবাসী/সাধারণ জনগণ) ক্ষতি:

- **মূল্যবৃদ্ধি (Tadhkhim):** মধ্যস্বত্বভোগীরা পণ্যটি কম দামে কিনে গুদামজাত করে। এরপর বাজারে কৃত্রিম সংকট তৈরি করে চড়া দামে বিক্রি করে। এতে সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার ওপর চাপ পড়ে।
- **পণ্যের মান নিয়ে সংশয়:** সরাসরি কৃষকের কাছ থেকে পণ্য বাজারে আসলে তা তাজা ও ভেজালমুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। কিন্তু হাতবদল হলে পণ্যের মান কমে যায় এবং ভেজালের সুযোগ তৈরি হয়।

রাসুলুল্লাহ (সা.) চেয়েছেন উৎপাদক ও ভোক্তার মধ্যে দূরত্ব কমাতে। দালালরা এই দূরত্ব বাড়িয়ে উভয়কে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

---

৪. তালাক্কির রুকবান কখন নিষিদ্ধ হয়? এবং এই নিষেধাজ্ঞার হেকমত বা কারণ কী? (متى تكون تلقى الركبان ممنوعا؟ وما الحكمة في المنع عنه؟)

উত্তর:

কখন নিষিদ্ধ (শর্তসমূহ):

সকল ফকিহ একমত নন যে, পথের মধ্যে সাক্ষাৎ করলেই তা হারাম হবে। এটি নিষিদ্ধ হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট কিছু শর্ত বা পরিস্থিতি রয়েছে (বিশেষত হানাফি মতে):

১. ক্ষতি (দারার): যদি এই ক্রয়ের কারণে নগরবাসী বা সাধারণ মানুষের ক্ষতি হয় এবং বাজারে পণ্যের ঘাটতি দেখা দেয়।

২. ধোঁকা (গাবন): যদি বিক্রেতা বাজারদর না জানে এবং তাকে মিথ্যা বলে ঠকানো হয়।

৩. বাজারের বাইরে: যদি এটি বাজারের সীমানার অনেক বাইরে ঘটে।

যদি কেউ কেবল কাফেলাকে রাস্তা দেখানোর জন্য, পানি পান করানোর জন্য বা সৌজন্য সাক্ষাতের জন্য যায় এবং ন্যায্যমূল্যে কেনে, তবে তা নিষিদ্ধ নয়।

নিষেধাজ্ঞার হেকমত (Wisdom):

১. গারার (অনিশ্চয়তা) দূর করা: বিক্রেতা দাম জানে না, এটি এক প্রকার অজ্ঞতা বা গারার। ইসলাম লেনদেনে স্বচ্ছতা চায়।

২. শোষণমুক্ত সমাজ: একদল চালাক লোক যেন বোকা বা সরল লোকদের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ না করতে পারে। আল্লাহ বলেন: "তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না।"

৩. সরবরাহ চেইন ঠিক রাখা: পণ্যের স্বাভাবিক প্রবাহ (Supply Chain) ঠিক থাকলে দাম স্থিতিশীল থাকে। পথিমধ্যে বাধা দিলে এই প্রবাহ নষ্ট হয়।

---

৫. শহরবাসীর জন্য গ্রামবাসীর পণ্য বিক্রি করে দেওয়া (হাজির লি-বাদি) কেন নিষেধ করা হয়েছে? এর হেকমত কী? (لم نهى أن يبيع الحاضر للبادي؟ وما هي الحكمة فيه؟)

উত্তর:

হাদিসের বিধান:

রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন:

لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ

অর্থ: কোনো শহরবাসী (হাজির) যেন গ্রামবাসীর (বাদি) পক্ষ হয়ে পণ্য বিক্রি না করে। (বুখারি ও মুসলিম)

এর অর্থ হলো: গ্রামের কোনো কৃষক পণ্য নিয়ে শহরে এল সস্তায় বিক্রি করে চলে যাওয়ার জন্য। তখন শহরের কোনো চতুর দালাল তাকে বলল, "তুমি এখন সস্তায় বিক্রি করো না। মাল আমার কাছে রেখে যাও। আমি ধীরে ধীরে বেশি দামে বিক্রি করে দেব।"

নিষেধাজ্ঞার কারণ ও হেকমত:

১. সাধারণ মানুষের কল্যাণ: গ্রামবাসী সাধারণত কম লাভে পণ্য ছেড়ে দিতে চায় কারণ তাদের থাকার জায়গা নেই এবং তারা দ্রুত বাড়ি ফিরতে চায়। এতে শহরের গরিব মানুষ সস্তায় জিনিস পায়। কিন্তু শহরের দালালরা মাঝখানে ঢুকলে দাম বেড়ে যায়। রাসুল (সা.) বলেছেন:

> دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ

> অর্থ: মানুষকে ছেড়ে দাও, আল্লাহ যেন একে অপরের মাধ্যমে রিজিক দেন। (মুসলিম)

২. কৃত্রিম সংকট রোধ: দালালরা পণ্য আটকে রাখলে বাজারে মাল কম আসে এবং দাম বাড়ে। ইসলাম চায় পণ্য বাজারে আসুক এবং স্বাভাবিক দামে বিক্রি হোক।

---

৬. 'নাজিশ' (الناجش) বা দালালি কখন হারাম হয়? এবং এতে নিষেধাজ্ঞার গোপন রহস্য কী? (متى يكون الناجش الماء وما السر في المنع عن النجش؟)

উত্তর:

নাজিশ (النجش)-এর পরিচয়:
'নাজিশ' মানে হলো নিলামে বা বেচাকেনার সময় কোনো পণ্য কেনার ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও কেবল দাম বাড়ানোর জন্য মিথ্যা দরদাম করা। যে ব্যক্তি এমন করে তাকে 'নাজিশ' বলে।
কখন হারাম হয়:
রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "লা তানাজাশু" (তোমরা একে অপরের পণ্যের দাম বাড়িয়ে দিও না)। এটি হারাম হয় যখন:
১. ক্রেতাকে প্রতারিত করার উদ্দেশ্য থাকে।
২. বিক্রেতার সাথে যোগসাজশ করে পণ্যের গুণাগুণ সম্পর্কে মিথ্যা প্রশংসা করা হয়।
৩. কোনো সরল ক্রেতা আগ্রহী হয়েছে দেখে পাশে দাঁড়িয়ে বলা, "আমি তো এটা এত দামে কিনতে চেয়েছিলাম", যাতে সে বেশি দামে কেনে।
নিষিদ্ধ হওয়ার রহস্য (Sirr):
১. প্রতারণা: এটি সরাসরি প্রতারণা বা ধোঁকা। আর রাসুল (সা.) বলেছেন, "যে ধোঁকা দেয় সে আমার উম্মত নয়।"
২. বাজারের ভারসাম্য নষ্ট: এর ফলে পণ্যের প্রকৃত মূল্যের চেয়ে কাল্পনিক মূল্য তৈরি হয়।
৩. বিশ্বাসভঙ্গ: ব্যবসার মূল ভিত্তি হলো বিশ্বাস। নাজিশের কারণে মানুষ একে অপরকে বিশ্বাস করতে পারে না, যা সামাজিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্কের ফাটল ধরায়।

---

৭. "শহরবাসী গ্রামবাসীর মাল বিক্রি করবে না"—এ ব্যাপারে আলেমদের মতামত দলিলসহ লেখ। (ما هي اقوال العلماء في بيع الحاضر للبادي؟ بين بالدلائل)

উত্তর:
১. জুমহুর (শাফেয়ি, মালিকি, হাম্বলি):
তাঁদের মতে, শহরবাসীর জন্য গ্রামবাসীর পণ্য (দালাল হয়ে) বিক্রি করা মাকরুহ তাহরিমি বা হারাম। তবে এর জন্য কিছু শর্ত আছে:

- পণ্যটি মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় হতে হবে (যেমন খাদ্য)।

- গ্রামবাসী নিজে বিক্রি করতে চাইলে তাকে বাধা দেওয়া।
- গ্রামবাসী বাজারদর জানে না।

যদি এই শর্তগুলো থাকে, তবে দালাল ধরা নিষেধ।

- **দলিল:** হযরত জাবের (রা.) ও আনাস (রা.)-এর হাদিস: "শহরবাসী যেন গ্রামবাসীর মাল বিক্রি না করে, যদিও সে তার পিতা বা ভাই হয়।"

২. ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ও হানাফি মাযহাব:

হানাফি মাযহাব মতে, এই নিষেধাজ্ঞাটি শর্তসাপেক্ষ।

- যদি শহরের দালাল গ্রামবাসীর মাল বিক্রি করলে সাধারণ মানুষের ক্ষতি হয় (যেমন দুর্ভিক্ষের সময় বা পণ্যের ঘাটতি থাকলে), তবে তা **মাকরুহ তাহরিমি**।
- কিন্তু যদি বাজারে পর্যাপ্ত পণ্য থাকে এবং দালালের মাধ্যমে বিক্রি করলে গ্রামবাসী সঠিক দাম পায় এবং তাতে শহরের মানুষের বিশেষ ক্ষতি না হয়, তবে তা **জায়েজ**।
- **যুক্তি:** রাসুল (সা.)-এর হাদিস "মানুষকে রিজিক পেতে দাও"— এটি প্রমাণ করে যে নিষেধাজ্ঞার মূল কারণ (Illat) হলো মানুষের ক্ষতি। ক্ষতি না থাকলে নিষেধাজ্ঞা থাকে না। এছাড়া 'নসিহত' বা কল্যাণকামনা হিসেবে কাউকে সাহায্য করা জায়েজ।

---

৮. হযরত নাফে (রহ.)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখ। (اكتب نبذة من حياة نافع (رح) بالايجاز)

উত্তর:

নাম ও পরিচয়:

তাঁর নাম নাফে, কুনিয়াত বা উপনাম 'আবু আব্দুল্লাহ' আল- মাদানি। তিনি ছিলেন প্রখ্যাত সাহাবি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর মুক্তদাস (মাওলা)। তিনি তাবিঈদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফকিহ ও মুহাদ্দিস। তাঁর বংশ মূলত পারস্যের (ইরান) ছিল।

মর্যাদা ও ইলম:

তিনি ছিলেন মদিনার সাত ফকিহ-এর সমতুল্য। তিনি দীর্ঘ ৩০ বছর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর খাদেম ও ছাত্র হিসেবে ছিলেন। ইবনে ওমর (রা.)-এর ইলম ও সুন্নাহর সবচেয়ে বড় ধারক ও বাহক ছিলেন তিনি।

সিলসিলাতুল যাহাব (স্বর্ণের শিকল):

মুহাদ্দিসিনে কেরামের নিকট সবচেয়ে বিশুদ্ধতম সনদগুলোর মধ্যে একটি হলো: মালিক আন নাফে আন ইবনে ওমর (মালিক < নাফে < ইবনে ওমর)। ইমাম বুখারি একে 'আসাহহুল আসানিদ' বা বিশুদ্ধতম সনদ বলেছেন।

ইন্তেকাল:

তিনি ১১৭ হিজরি মতান্তরে ১২০ হিজরিতে মদিনায় ইন্তেকাল করেন। খলিফা ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ তাঁকে মিশরের গভর্নর হিসেবে পাঠিয়েছিলেন ইলম প্রচারের জন্য। তিনি ছিলেন বিশ্বস্ততা ও আমানতদারিতার মূর্ত প্রতীক।

3- عن أبي هريرة (رض) أن النبي ﷺ قال : من ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلثة ايام فإن شاء امسكها وان شاء ردها ورد معها صاعا من ثمر –

الْأَسْئِلَةُ الْمُلْحَقَةُ مَعَ الْأَجْوِبَةِ

1- ما معنى الخيار؟ وكم قسما له؟ بين –
او- ما الخيار؟ اكتب اقسامه مفصلا-
او- ما معنى الخيار وكم قسما له؟ بين مفصلا –
2- عرف التصرية مع بيان احكامها مفصلا –
او- ما معنى التصرية لغة واصطلاحا؟ وما حكمها؟ وما أراء الأئمة فيها؟ بين بالا يضاح-
او- ما معنى التصرية لغة وشرعا؟ بين احكامها-
او- ما معنى التصرية؟ بين احكامها مع اختلاف الائمه –
3- ما هي اقوال الائمة في رد صاع من تمر؟ فصل -
4- هل البيع والشراء مترادفان؟ والا فما الجواب عن قوله تعالى "ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا" - بين مفصلا-
5- كم قسما للبيع؟ اذكر صورة جديدة من الدور الحاضر-
6- ما هي كيفية الخيار في بيع المصراة؟ هل هو على الفور أم على التراخي؟
7- ما كان اسم أبي هريرة (رض) في الاسلام وقبله؟ ومتى اسلم؟
8- اكتب نبذة من حياة أبي هريرة رضي الله عنه-

হাদিসের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ

মূল হাদিস:

عن أبي هريرة (رض) أن النبي ﷺ قال : من ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلثة ايام فإن شاء امسكها وان شاء ردها ورد معها صاعا من ثمر.

১. المأخذ (সংকলন তথ্য):

আলোচ্য হাদিসটি ব্যবসায়িক প্রতারণা রোধ এবং ক্রেতার অধিকার সংরক্ষণ সংক্রান্ত 'খিয়ার' (ইখতিয়ার) অধ্যায়ের একটি বিখ্যাত হাদিস। একে 'হাদিসুল মুসাররাহ' বলা হয়। এটি ইমাম বুখারি (রহ.) তাঁর সহিহ বুখারি (হাদিস নং ২১৪৮), ইমাম মুসলিম (রহ.) তাঁর সহিহ মুসলিম (হাদিস নং ১৫১৫) এবং ইমাম আবু দাউদ (রহ.) সংকলন করেছেন। হাদিসটি 'মুত্তাফাকুন আলাইহি' বা সর্বোচ্চ বিশুদ্ধ।

২. مناسبة الحديث (হাদিস প্রসঙ্গ):

তৎকালীন আরবের কিছু অসাধু ব্যবসায়ী পশু বিক্রি করার সময় ২-৩ দিন দোহন না করে ওলান (Udder) ফুলিয়ে রাখত। ক্রেতা ওলান বড় দেখে বেশি দুধের আশায় পশুটি কিনত। কিন্তু বাড়িতে নিয়ে দোহন করার পর দেখত দুধ খুব কম। এই প্রতারণাকে 'তাসরিয়া' বলা হয়। রাসুলুল্লাহ (সা.) এই প্রতারিত ক্রেতার ক্ষতিপূরণ ও পণ্য ফেরত দেওয়ার বিধান হিসেবে হাদিসটি ইরশাদ করেছেন।

৩. ترجمة الحديث مع التوضيح (হাদিসের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ):

অনুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কোনো 'মুসাররাহ' (ওলান ফুলানো) ছাগল বা ভেড়া ক্রয় করল, তার জন্য তিন দিন পর্যন্ত 'খিয়ার' (রাখা বা ফেরত দেওয়ার ইখতিয়ার) থাকবে। যদি সে চায় তবে সেটি রেখে দেবে (ক্রয় বহাল রাখবে), আর যদি চায় তবে সেটি ফেরত দেবে এবং তার সাথে এক 'সা' (পরিমাণ) খেজুরও ফেরত দেবে।"

ব্যাখ্যা:

- **মুসাররাহ:** এমন দুগ্ধবতী পশু যার ওলান রশি দিয়ে বেঁধে বা দোহন বন্ধ রেখে ফুলিয়ে রাখা হয়েছে ক্রেতাকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য।
- **এক সা খেজুর:** পশুটি ফেরত দেওয়ার সময় ক্রেতা যে কয়দিন তার দুধ খেয়েছে, সেই দুধের ক্ষতিপূরণ হিসেবে ১ সা (প্রায় ৩ কেজি ৩০০ গ্রাম) খেজুর বিক্রেতাকে দিতে হবে। এটি দুধের বদলা।

৪. الحاصل (সমাপনী):

ব্যবসায় ধোঁকা দেওয়া হারাম। যদি কেউ ধোঁকা দেয়, তবে ক্রেতার অধিকার আছে পণ্য ফেরত দেওয়ার। আর ব্যবহৃত জিনিসের ক্ষতিপূরণ দেওয়া ইনসাফের দাবি।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন ও উত্তর (الْأَسْئِلَةُ الْمُلْحَقَةُ مَعَ الْأَجْوِبَةِ)

১. 'খিয়ার' (الخيار)-এর অর্থ কী? এবং এটি কত প্রকার? বিস্তারিত লেখ। (ما معنى الخيار؟ وكم قسما له؟ بين)

উত্তর:

ক. খিয়ার-এর পরিচয়:

- **আভিধানিক অর্থ:** 'খিয়ার' শব্দটি 'ইখতিয়ার' (اختيار) থেকে এসেছে। এর অর্থ হলো পছন্দ করা, নির্বাচন করা বা দুটি বিষয়ের মধ্যে একটিকে বেছে নেওয়া।
- **পারিভাষিক অর্থ:** ক্রয়-বিক্রয় বা চুক্তির ক্ষেত্রে ক্রেতা ও বিক্রেতার কোনো একজনের বা উভয়ের চুক্তিটি চূড়ান্ত করা অথবা বাতিল করার যে অধিকার শরিয়ত প্রদান করেছে, তাকে 'খিয়ার' বলা হয়।

খ. খিয়ার-এর প্রকারভেদ:

ফিকহ শাস্ত্রের আলোকে খিয়ার প্রধানত ৫ প্রকার (কারো মতে আরো বেশি)। নিচে প্রধান প্রকারগুলো আলোচনা করা হলো:

১. খিয়ারুশ শর্ত (خيار الشرط):

চুক্তির সময় ক্রেতা বা বিক্রেতা যদি শর্ত আরোপ করে যে, "আমি ৩ দিনের মধ্যে ভেবে দেখব, যদি পছন্দ হয় নেব, না হলে ফেরত দেব"—একে খিয়ারুশ শর্ত বলে। এটি জায়েজ এবং এর সর্বোচ্চ সময়সীমা ইমাম আবু হানিফার মতে ৩ দিন।

২. খিয়ারুল আইব (خيار العيب):

পণ্য কেনার সময় যদি কোনো দোষ ত্রুটি গোপন থাকে এবং কেনার পর তা ধরা পড়ে, তবে ক্রেতার পণ্য ফেরত দেওয়ার যে অধিকার জন্মে, তাকে খিয়ারুল আইব বা দোষজনিত ইখতিয়ার বলে। আলোচ্য হাদিসটি মূলত এই প্রকারের অন্তর্ভুক্ত।

৩. খিয়ারুর রুইয়াত (خيار الرؤية):
না দেখে কোনো পণ্য ক্রয় করার পর, যখন ক্রেতা পণ্যটি স্বচক্ষে দেখবে, তখন তার সেটি গ্রহণ করা বা বর্জন করার যে অধিকার থাকে, তাকে খিয়ারুর রুইয়াত বা দর্শনের ইখতিয়ার বলে।

৪. খিয়ারুল মজলিস (خيار المجلس):
চুক্তি হওয়ার পর যতক্ষণ ক্রেতা-বিক্রেতা ওই মজলিসে (বৈঠকে) অবস্থান করবে, ততক্ষণ চুক্তি বাতিল করার অধিকার।

- **শাফেয়ি মত:** যতক্ষণ সশরীরে আলাদা না হবে ততক্ষণ খিয়ার থাকে।
- **হানাফি মত:** মুখে "কবুল" বলার সাথে সাথেই চুক্তি হয়ে যায়, মজলিস থেকে ওঠা জরুরি নয়। হানাফিরা এই খিয়ার মানেন না (তবে ইকালা বা পারস্পরিক সম্মতিতে বাতিল মানেন)।

৫. খিয়ারুত তায়িন (خيار التعيين):
ভিন্ন ভিন্ন দামের বা মানের ২-৩টি পণ্যের মধ্যে যেকোনো একটি পছন্দ করে নেওয়ার শর্তে ক্রয় করা।

---

২. 'তাসরিয়া' (التصرية)-এর সংজ্ঞা দাও এবং এর হুকুম ও ফিকহি মতভেদ বিস্তারিত আলোচনা করো। (عرف التصرية مع بيان احكامها مفصلا)

উত্তর:

ক. তাসরিয়া-এর সংজ্ঞা:

- **আভিধানিক অর্থ:** 'তাসরিয়া' শব্দের মূল অর্থ হলো পানি বা তরল পদার্থ আটকে রাখা বা জমা করা।
- **পারিভাষিক অর্থ:** বিক্রির উদ্দেশ্যে দুগ্ধবতী পশুর (গাই, ছাগল, উট) ওলানে কয়েক দিন ধরে দুধ জমা করে রাখা, যাতে ওলানটি বড় ও ফোলা দেখায় এবং ক্রেতা মনে করে এটি প্রচুর দুধ দেয়। এই প্রক্রিয়ায় ক্রেতাকে ধোঁকা দেওয়া হয়। এমন পশুকে **'মুসাররাহ'** বলা হয়।

খ. তাসরিয়া-এর হুকুম:

তাসরিয়া করা ইসলামি শরিয়তে সম্পূর্ণ হারাম (নিষিদ্ধ) এবং এটি এক প্রকার 'গাশ' বা প্রতারণা। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

অর্থ: যে আমাদের ধোঁকা দেয়, সে আমাদের দলভুক্ত নয়। (মুসলিম)

গ. তাসরিয়াকৃত পশু বিক্রির হুকুম ও মতভেদ:

যদি কেউ এমন পশু কিনে ফেলে, তবে সেই বেচাকেনার হুকুম কী হবে?

১. ইমাম শাফেয়ি, মালিক ও আহমদ (রহ.)-এর মত:

তাদের মতে, তাসরিয়া করা হারাম হলেও বেচাকেনাটি 'সহিহ' (শুদ্ধ) হবে, কিন্তু ক্রেতার 'খিয়ার' (ফেরত দেওয়ার ক্ষমতা) থাকবে।

- ক্রেতা যদি চায় তবে পশুটি রেখে দিতে পারে (ক্ষতি মেনে নিয়ে)।
- আর যদি চায় তবে ৩ দিনের মধ্যে ফেরত দিতে পারবে। ফেরত দেওয়ার সময় দুধের ক্ষতিপূরণ হিসেবে **১ সা খেজুর** দিতে হবে। এটিই হাদিসের বাহ্যিক আমল।

২. ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ও হানাফি মাযহাব:

হানাফি মাযহাব মতেও তাসরিয়া হারাম এবং ক্রেতার 'খিয়ারুল আইব' (ত্রুটিজনিত ইখতিয়ার) সাব্যস্ত হবে। তবে ফেরত দেওয়ার পদ্ধতির ক্ষেত্রে ভিন্নমত রয়েছে।

- **হাদিসের ব্যাখ্যা:** ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বলেন, দুধের বদলে ১ সা খেজুর ফেরত দেওয়ার বিষয়টি 'কিয়াস' বা শরিয়তের সাধারণ নীতির বিরোধী। কারণ শরিয়তের নীতি হলো—ক্ষতিপূরণ হতে হবে নষ্ট করা জিনিসের সমপরিমাণ বা সমমূল্যের। দুধের বদলে খেজুর কেন? তাই তিনি বলেন, এই হাদিসটি মানসুখ (রহিত) অথবা এটি আপস-মীমাংসার জন্য বলা হয়েছে।
- **হানাফি ফতোয়া:** ক্রেতা পশুটি ফেরত দিতে পারবে। আর দুধের মূল্যের ব্যাপারে—যেহেতু দুধ পশুর পেটে নতুন করে তৈরি হয়েছে এবং ক্রেতার দায়িত্বে থাকা অবস্থায় তৈরি হয়েছে (আল-খারাজু বিদ-দামান), তাই দুধের কোনো ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। অথবা যদি দিতেই হয় তবে দুধের বাজারমূল্য দেবে, খেজুর নয়।

৩. ১ সা খেজুর ফেরত দেওয়া সম্পর্কে ইমামগণের মতামত বিস্তারিত লেখ। (ما هي اقوال الائمة في رد صاع من تمر؟ فصل)

উত্তর:

মুসাররাহ পশু ফেরত দেওয়ার সময় হাদিসে উল্লিখিত "এক সা খেজুর" দেওয়ার নির্দেশটি শাব্দিক অর্থে মানা হবে কি না, তা নিয়ে ফকিহদের মধ্যে গভীর তাত্ত্বিক বিতর্ক রয়েছে।

১. জুমহুর উলামা (শাফেয়ি, হাম্বলি ও মালিকি):

তাঁরা হাদিসের শাব্দিক অর্থের ওপর (Literal Meaning) আমল করেন।

- **মত:** ক্রেতা পশুটি ফেরত দেওয়ার সময় অবশ্যই **১ সা খেজুর** দেবে। দুধের পরিমাণ কম হোক বা বেশি, খেজুর ১ সাই দিতে হবে। এটি শরিয়ত নির্ধারিত 'তাআব্বুদি' (নিঃশর্ত ইবাদতগত) বিধান।
- **যুক্তি:** রাসুলুল্লাহ (সা.) বিবাদের পথ বন্ধ করার জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ (১ সা) নির্ধারণ করে দিয়েছেন যাতে দুধের দাম বা পরিমাণ নিয়ে ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে নতুন ঝগড়া না হয়।

২. হানাফি মাযহাব (ইমাম আবু হানিফা রহ.):

তাঁরা এই হাদিসের ওপর আমল করেন না এবং ভিন্ন ব্যাখ্যা দেন।

- **মত:** ১ সা খেজুর দেওয়া ওয়াজিব নয়।
- **যুক্তি ১ (কিয়াস বিরোধী):** শরিয়তের মূলনীতি হলো "ক্ষতিপূরণ হবে সমজাতীয় বা সমমূল্যের" (Daman al-Misli aw al-Qimi)। দুধের বদলে খেজুর দেওয়া এই নীতির বিরোধী। দুধ তরল, খেজুর কঠিন।
- **যুক্তি ২ (খবরে ওয়াহিদ):** এই হাদিসটি 'খবরে ওয়াহিদ' (একক বর্ণনা)। হানাফি উসুল অনুযায়ী, যদি খবরে ওয়াহিদ শরিয়তের মৌলিক কিয়াসের বিরোধী হয় এবং বর্ণনাকারী ফকিহ না হন (আবু হুরায়রা রা. ফকিহ ছিলেন না বলে কেউ কেউ মত দিয়েছেন), তবে কিয়াস প্রাধান্য পাবে।

- **সিদ্ধান্ত:** তাই হানাফি মতে, হয় দুধের মূল্য দিতে হবে, অথবা কিছুই দিতে হবে না (কারণ দুধ ক্রেতার জিম্মায় থাকা অবস্থায় তৈরি হয়েছে)।

৩. ইমাম মালিক (রহ.)-এর একটি মত:
তিনি বলেন, খেজুরই দিতে হবে এমন নয়, বরং সেই অঞ্চলের প্রধান খাদ্যশস্য (যেমন গম বা চাল) ১ সা পরিমাণ দিলেও হবে।

---

৪. 'বাই' (বিক্রয়) ও 'শিরা' (ক্রয়) কি সমার্থক শব্দ? "তোমরা আমার আয়াতকে তুচ্ছ মূল্যে বিক্রি করো না"—আয়াতের ব্যাখ্যাসহ লেখ। (هل البيع والشراء مترادفان؟ والا فما الجواب عن قوله تعالى "ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا" - بين مفصلا)

উত্তর:

ক. শাব্দিক বিশ্লেষণ:

আরবি ভাষায় 'বাই' (بيع) এবং 'শিরা' (شراء) শব্দ দুটি 'আদদাদ' (الأضداد) বা বিপরীতার্থক শব্দের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ ব্যবহারভেদে একটি শব্দ অন্যটির অর্থ দিতে পারে।

- সাধারণ অর্থে: 'বাই' মানে বিক্রি করা (Sale) এবং 'শিরা' মানে ক্রয় করা (Purchase)।
- কিন্তু আভিধানিক বা ভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে, উভয়ের মূল অর্থ হলো **'বিনিময় করা' (Mubadala)**। যে বিক্রি করে সে পণ্য দিয়ে টাকা কেনে, আর যে কেনে সে টাকা দিয়ে পণ্য বিক্রি করে (বিনিময়ের দৃষ্টিতে)। তাই অনেক সময় একটি অন্যটির অর্থে ব্যবহৃত হয়।

খ. আয়াতের ব্যাখ্যা:
আল্লাহ তাআলা বলেন:
وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا
অর্থ: তোমরা আমার আয়াতের বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য ক্রয় করো না। (সূরা বাকারা: ৪১)

এখানে 'তাশতারু' (ক্রয় করো না) শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, অথচ উদ্দেশ্য হলো 'বিক্রি করো না'। কারণ ইহুদি পণ্ডিতরা দুনিয়ার লোভে (তুচ্ছ মূল্য) আল্লাহর আয়াত বা সত্যকে গোপন করত বা বিকৃত করত। অর্থাৎ তারা সত্য (আয়াত) দিয়ে দুনিয়া কিনত। অথবা সত্যকে বিক্রি করে দুনিয়া নিত।

এখানে 'শিরা' শব্দটি রূপক অর্থে (Metaphorically) 'বিনিময়' (ইস্তিবদাল) বা 'বিক্রয়' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

সুতরাং, ভাষাগতভাবে বাই ও শিরা প্রতিশব্দ না হলেও, কুরআনের অলঙ্কার ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে তারা একে অপরের স্থানে বসতে পারে যখন উদ্দেশ্য হয় 'বিনিময়'।

---

৫. বেচাকেনা কত প্রকার? বর্তমান যুগের একটি নতুন পদ্ধতি উল্লেখ করো। (كم قسما للبيع؟ اذكر صورة جديدة من الدور الحاضر)

উত্তর:

বেচাকেনার প্রকারভেদ (আকসামুল বুয়ু):

বেচাকেনাকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ভাগ করা যায়।

১. বস্তুর বিচারে ৪ প্রকার:

- **বাই মুতলাক:** টাকার বিনিময়ে পণ্য (সাধারণ কেনাবেচা)।
- **বাই মুকাইয়াদা:** পণ্যের বিনিময়ে পণ্য (Barter system)।
- **বাই সরফ:** টাকার বিনিময়ে টাকা (মানি এক্সচেঞ্জ)।
- **বাই সালাম:** অগ্রিম টাকা দিয়ে পরে পণ্য নেওয়া।

২. হুকুমের বিচারে ৪ প্রকার:

- **বাই সহিহ:** সঠিক ও জায়েজ।
- **বাই ফাসিদ:** যাতে ত্রুটি আছে কিন্তু সংশোধনযোগ্য।
- **বাই বাতিল:** যা শুরু থেকেই হারাম (যেমন মদের ব্যবসা)।
- **বাই মাকরুহ:** যা অপছন্দনীয় (যেমন জুম্মার আজানের পর বিক্রি)।

বর্তমান যুগের নতুন পদ্ধতি:

ড্রপশিপিং (Dropshipping) বা অনলাইন রিসেলিং:

এটি বর্তমান ই-কমার্স যুগের একটি জনপ্রিয় পদ্ধতি। এখানে বিক্রেতার নিজের কাছে কোনো পণ্য বা স্টক থাকে না। সে অনলাইনে পণ্যের ছবি ও

বিবরণ দেয়। ক্রেতা অর্ডার দিলে সে মূল সরবরাহকারীকে (Supplier) অর্ডার দেয় এবং সরবরাহকারী সরাসরি ক্রেতার কাছে পণ্য পাঠিয়ে দেয়। মধ্যবর্তী বিক্রেতা শুধু কমিশনের লাভ নেয়।

- **ফিকহি হুকুম:** এটি শরিয়তের 'বাইউ মা লাইসা ইনদাহু' (নিজের কাছে যা নেই তা বিক্রি)-এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে যা নিষিদ্ধ। তবে একে 'সালাম' বা 'সামসারাহ' (দালালি/কমিশন এজেন্ট) হিসেবে শর্তসাপেক্ষে জায়েজ করার অবকাশ আছে।

---

৬. মুসাররাহ পশু ফেরত দেওয়ার ইখতিয়ার কি তাৎক্ষণিক (ফাওরি) নাকি বিলম্বিত (তারাখি) হতে পারে? (ما هي كيفية الخيار في بيع المصراة؟ (هل هو على الفور أم على التراخي؟

উত্তর:

মুসাররাহ (ওলান ফুলানো) পশুর ক্ষেত্রে খিয়ার বা ইখতিয়ার প্রয়োগের সময়সীমা নিয়ে হাদিস ও ফিকহের নির্দেশনা নিম্নরূপ:

হাদিসের সময়সীমা:

হাদিসে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে: "ফাহুয়া ফিহা বিল খিয়ারি সালাসাতি আইয়াম" (তার জন্য তিন দিনের ইখতিয়ার থাকবে)।

এর দ্বারা বোঝা যায় যে, ক্রেতা ৩ দিন পর্যন্ত পশুটি পরীক্ষা করতে পারে। কারণ দুধের আসল পরিমাণ বুঝতে অন্তত ১-২ দিন সময় লাগে।

ফাওরি না তারাখি?

- **ইমাম শাফেয়ি ও আহমদ (রহ.):** হাদিসের ৩ দিনের মেয়াদের কারণে এটি **'আলাত তারাখি'** বা বিলম্বিত হতে পারে। অর্থাৎ দোষ জানার সাথে সাথেই ফেরত দেওয়া জরুরি নয়, ৩ দিনের মধ্যে দিলেই হবে।
- **ইমাম আবু হানিফা (রহ.):** হানাফি মাযহাবের সাধারণ নিয়ম হলো 'খিয়ারুল আইব' বা দোষজনিত ইখতিয়ার **'আলাল ফাওর'** (তাৎক্ষণিক) হতে হয়। অর্থাৎ দোষ জানার পর দেরি করলে ধরে নেওয়া হয় যে ক্রেতা সন্তুষ্ট। কিন্তু মুসাররাহ-এর ক্ষেত্রে যেহেতু ধোঁকাটি বুঝতে সময় লাগে, তাই হানাফি ফকিহগণও এখানে

পরীক্ষার জন্য **যুক্তিসঙ্গত সময়** (৩ দিন পর্যন্ত) দেওয়ার পক্ষে মত দেন। তবে ৩ দিন পার হয়ে গেলে আর ফেরত দেওয়া যাবে না।

---

৭. হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর ইসলাম পূর্ব ও পরের নাম কী ছিল? তিনি কবে ইসলাম গ্রহণ করেন? (ما كان اسم أبي هريرة (رض) في الاسلام وقبله؟ ومتى اسلم؟)

উত্তর:

নাম:

- **ইসলামের পূর্বে (জাহেলি যুগে):** তাঁর নাম ছিল **আবদুশ শামস** (সূর্যের দাস) অথবা **আবদে আমর**।
- **ইসলামের পরে:** রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁর নাম পরিবর্তন করে রাখেন **আবদুর রহমান** (রহমানের বান্দা)। আবার কারো মতে **আবদুল্লাহ**। তবে আবদুর রহমান নামটিই বিশুদ্ধতম।

কুনিয়াত (উপনাম):

তিনি আবু হুরায়রা (বিড়াল ছানার পিতা) নামে সর্বাধিক পরিচিত। একদিন তিনি জামার আস্তিনে বিড়াল নিয়ে যাচ্ছিলেন দেখে নবীজি (সা.) তাঁকে আদর করে এই নামে ডাকেন।

ইসলাম গ্রহণ:

তিনি ৭ম হিজরি সনে ইসলাম গ্রহণ করেন।

তখন রাসুলুল্লাহ (সা.) খায়বার যুদ্ধে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি ইয়েমেন থেকে এসে মদিনায় ইসলাম গ্রহণ করেন এবং খায়বারে গিয়ে নবীজির সাথে মিলিত হন। তিনি মাত্র ৩-৪ বছর নবীজির সান্নিধ্য পেলেও সাহাবিদের মধ্যে সর্বাধিক হাদিস সংরক্ষণকারী ছিলেন।

---

৮. হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখ। (اكتب نبذة من حياة أبي هريرة رضي الله عنه)

উত্তর:

পরিচয়:

তাঁর নাম আবদুর রহমান ইবনে সাখর আদ্-দাউসি। তিনি ইয়েমেনের বিখ্যাত দাওস গোত্রের সন্তান। তিনি ছিলেন অত্যন্ত গরিব ও দুনিয়াবিমুখ সাহাবি।

আসহাবে সুফফা:

মদিনায় আসার পর তিনি বিয়ে-শাদী বা ব্যবসা-বাণিজ্যে জড়াননি। তিনি মসজিদে নববির বারান্দায় 'আসহাবে সুফফা'র সাথে থাকতেন। তাঁর একমাত্র কাজ ছিল রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর খেদমত করা এবং হাদিস শোনা। ক্ষুধার জ্বালায় তিনি অনেক সময় পেটে পাথর বেঁধে শুয়ে থাকতেন।

হাদিস বর্ণনায় শ্রেষ্ঠত্ব:

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর একটি দোয়ার বরকতে তিনি যা শুনতেন তা আর ভুলতেন না। তিনি সাহাবিদের মধ্যে সর্বাধিক হাদিস বর্ণনাকারী (মুকাসসিরিন)। তাঁর বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা ৫,৩৭৪টি। ইমাম বুখারি বলেন, আটশতাধিক সাহাবি ও তাবেয়ি তাঁর থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন।

ইন্তেকাল:

তিনি ৫৭ হিজরি মতান্তরে ৫৯ হিজরিতে মদিনায় ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। মদিনার গভর্নর ওয়ালিদ ইবনে উতবা তাঁর জানাজায় ইমামতি করেন এবং জান্নাতুল বাকিতে তাঁকে দাফন করা হয়।

4- إن عبد الله بن عمر قال كان رسول الله ينهى عن بيع الثمر واشترائه حتى يبدو صلاحه –

الْأَسْئِلَةُ الْمُلْحَقَةُ مَعَ الْأَجْوِبَةِ

1- عرف البيع لغة واصطلاحا - ثم اذكر حكمه واركانه –
أو- ما معنى البيع لغة وشرعا؟ ثم وضح احكامه واركانه
2- ما المراد بـ"حتى يبدو صلاحه؟
3- ما المراد ببدو الصلاح؟
4- بين حكم بيع الاثمار بالخرص على الاشجار بالتفصيل-
5- ما وجه النهي للبائع والمشترى كليهما عن البيوع المذكورة في الحديث؟
6- ما الحكم اذا باع الزارع زرعه قبل الاشتداد؟ بين بالتفصيل
7- فوائد البيع ما هي؟ بين –

হাদিসের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ

মূল হাদিস:

عن عبد الله بن عمر قال كان رسول الله ينهى عن بيع الثمر واشترائه حتى يبدو صلاحه.

১. المأخذ (সংকলন তথ্য):

আলোচ্য হাদিসটি ফল-ফসল বেচাকেনার সময় ও শর্ত নির্ধারণে একটি মৌলিক বিধান। এটি ইমাম বুখারি (রহ.) তাঁর সহিহ বুখারি (হাদিস নং ২১৯৪), ইমাম মুসলিম (রহ.) তাঁর সহিহ মুসলিম (হাদিস নং ১৫৩৪) এবং ইমাম মালিক (রহ.) তাঁর মুয়াত্তা গ্রন্থে সংকলন করেছেন। হাদিসটি 'মুত্তাফাকুন আলাইহি' বা সর্বোচ্চ বিশুদ্ধ।

২. مناسبة الحديث (হাদিস প্রসঙ্গ):

মদিনার লোকেরা অনেক সময় গাছে মুকুল আসার পরপরই বা ফল পাকার আগেই তা বিক্রি করে দিত। পরবর্তীতে প্রাকৃতিক দুর্যোগে বা পোকার

আক্রমণে ফল নষ্ট হয়ে গেলে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টি হতো। ক্রেতা টাকা ফেরত চাইত, আর বিক্রেতা দিতে চাইত না। এই 'গারার' (অনিশ্চয়তা) ও বিবাদ নিরসনের জন্য রাসুলুল্লাহ (সা.) ফল পাকার উপযোগী না হওয়া পর্যন্ত তা বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।

৩. ترجمة الحديث مع التوضيح (হাদিসের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ):

অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহ (সা.) গাছের ফল পাকার উপযোগী হওয়ার (বাদু আস-সালাহ) আগে তা বিক্রি করতে এবং ক্রয় করতে নিষেধ করতেন।

ব্যাখ্যা:

- **নাহি (নিষেধাজ্ঞা):** এই নিষেধাজ্ঞাটি বিক্রেতা এবং ক্রেতা উভয়ের জন্য। অর্থাৎ কাঁচা ফল বিক্রি করাও যেমন নাজায়েজ, কেনাও তেমনি নাজায়েজ।
- **বাদু আস-সালাহ:** এর অর্থ ফলের এমন অবস্থা হওয়া যখন তা খাওয়ার উপযুক্ত হয়, রং বদলায় এবং সাধারণত নষ্ট হওয়ার ঝুঁকি কমে যায়।

৪. الحاصل (সমাপনী):

গাছের ফল পরিপক্ব বা খাওয়ার উপযোগী না হওয়া পর্যন্ত গাছে রাখা অবস্থায় বিক্রি করা জায়েজ নেই। তবে যদি এখনই পেড়ে ফেলার শর্তে বিক্রি করা হয় (কাঁচা ফল হিসেবে ব্যবহারের জন্য), তবে তা জায়েজ।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন ও উত্তর (مَعَ الْأَجْوِبَةِ الْأَسْئِلَةُ الْمُلْحَقَةُ)

১. 'বাই' (البيع)-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা দাও। অতঃপর এর হুকুম ও রুকনসমূহ উল্লেখ করো। (عرف البيع لغة واصطلاحا - ثم اذكر حكمه واركانه)

উত্তর:

ক. সংজ্ঞা (তরিফ):

- **আভিধানিক অর্থ:** 'বাই' (البيع) শব্দটি 'বা-ইয়া-আইন' ধাতু থেকে নির্গত। এর অর্থ—বিনিময় করা, হাতবদল করা। যেহেতু

বেচাকেনার সময় বিক্রেতা পণ্য দেওয়ার জন্য এবং ক্রেতা দাম দেওয়ার জন্য হাত বাড়ায় (বা'আ), তাই একে 'বাই' বলা হয়।

- **পারিভাষিক অর্থ:** শরিয়তের পরিভাষায়:

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ بِالتَّرَاضِي

অর্থ: পারস্পরিক সন্তুষ্টির ভিত্তিতে মালের বিনিময়ে মাল (সম্পদ) আদান-প্রদান করা।

খ. হুকুম (শরয়ী বিধান):

ক্রয়-বিক্রয় করা ইসলামে সম্পূর্ণ হালাল বা বৈধ। এটি মানুষের প্রয়োজনের তাগিদে আল্লাহ প্রবর্তন করেছেন। তবে এতে সুদের মিশ্রণ হারাম।

- **দলিল:** আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

অর্থ: আল্লাহ বেচাকেনাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন। (সূরা বাকারা: ২৭৫)

গ. রুকন (মৌলিক স্তম্ভ):

হানাফি মাযহাব মতে, বেচাকেনার মূল রুকন বা স্তম্ভ হলো মাত্র একটি:

- ইজাব ও কবুল (প্রস্তাব ও গ্রহণ): অর্থাৎ ক্রেতা ও বিক্রেতার সম্মতিসূচক উক্তি। যেমন—এক পক্ষ বলবে "আমি বিক্রি করলাম" (ইজাব) এবং অপর পক্ষ বলবে "আমি কিনলাম" (কবুল)। এটি কথার মাধ্যমে হতে পারে, অথবা লেনদেনের (মুআত্বাত) মাধ্যমেও হতে পারে।

অন্যান্য মাযহাবে ক্রেতা, বিক্রেতা এবং পণ্যকেও রুকন বলা হয়। কিন্তু হানাফি মতে এগুলো শর্ত, রুকন নয়।

---

২. "হাত্তা ইয়াবদুয়া সালাহুহু" (যতক্ষণ না পাকার উপযোগী হয়)—এর দ্বারা কী উদ্দেশ্য? (ما المراد بـ"حتى يبدو صلاحه؟)

উত্তর:

হাদিসের এই অংশটি "حتى يبدو صلاحه" (যতক্ষণ না তার 'সালাহ' বা যোগ্যতা প্রকাশ পায়)—বিক্রয়ের বৈধতার সীমারেখা নির্ধারণ করেছে।

উদ্দেশ্য (মুরাদ):

এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ফলের এমন এক পর্যায়ে পৌঁছানো, যখন:

১. নিরাপত্তা: ফলটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ (যেমন—ঝড়ে পড়ে যাওয়া বা পোকার আক্রমণ) থেকে মোটামুটি নিরাপদ হয়ে যায়।

২. খাদ্যযোগ্যতা: ফলটি মানুষের খাওয়ার উপযোগী হয়।

৩. রূপান্তর: ফলের প্রাথমিক কাঁচা বা তেতো অবস্থা পরিবর্তিত হয়ে মিষ্টতা বা পরিপক্কতা আসে।

রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, 'সালাহ' প্রকাশ পাওয়ার আলামত কী? তিনি বলেছিলেন: "হাত্তা তাঝাবা ওয়া তাহমারা" (যতক্ষণ না তা হলুদ বা লাল বর্ণ ধারণ করে)।

সুতরাং, মুকুল আসা বা ছোট গুটি ধরা যথেষ্ট নয়, বরং ফলটি বড় হয়ে রং ধরা বা পাকার ভাব আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। এর আগে গাছে রাখার শর্তে বিক্রি করা 'ফাসিদ' বা বাতিল, কারণ এতে 'গারার' (ঝুঁকি) রয়েছে।

---

৩. 'বাদু আস-সালাহ' (بدو الصلاح) বা পাকার উপযোগী হওয়ার আলামত কী? (ما المراد ببدو الصلاح؟)

উত্তর:

বিভিন্ন ফলের ক্ষেত্রে 'বাদু আস-সালাহ' বা পরিপক্কতা প্রকাশের আলামত ভিন্ন ভিন্ন। হাদিস ও ফিকহের আলোকে এর বিবরণ নিচে দেওয়া হলো:

১. খেজুর (Dates):

খেজুরের ক্ষেত্রে 'বাদু আস-সালাহ' হলো—খেজুরের রং পরিবর্তন হওয়া। অর্থাৎ সবুজ অবস্থা থেকে লাল বা হলুদ বর্ণ ধারণ করা। তখন এটি মিষ্টি হতে শুরু করে।

- **দলিল:** রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: *"যতক্ষণ না তা লাল বা হলুদ হয়।"* (বুখারি)

২. আঙ্গুর (Grapes):

আঙ্গুরের ক্ষেত্রে দানাগুলো বড় হওয়া এবং ভেতরে পানি বা রস আসা এবং টক ভাব কমে মিষ্টি হতে শুরু করা। কালো আঙ্গুরের ক্ষেত্রে রং কালো হওয়া।

৩. শস্য (Grains - ধান/গম):
শস্যের ক্ষেত্রে দানা শক্ত ও পুষ্ট হওয়া। একে হাদিসের ভাষায় 'ইশতিদাদ' বলা হয়। যখন টিপ দিলে সাদা দুধের মতো তরল বের না হয়ে শক্ত আটা বের হয়।
৪. অন্যান্য ফল:
সাধারণ ফলের ক্ষেত্রে এমন অবস্থা হওয়া যখন তা খেলে স্বাদ লাগে এবং সাধারণত ওই অবস্থায় আর ফল ঝরে পড়ে না।
এই আলামতগুলো প্রকাশ পাওয়ার পর গাছে থাকা ফল বিক্রি করা জায়েজ। এর আগে বিক্রি করা জায়েজ নেই (যদি না এখনই পেড়ে ফেলার শর্ত করা হয়)।

---

৪. গাছে থাকা অবস্থায় অনুমানের (খারস) ভিত্তিতে ফল বিক্রি করার হুকুম বিস্তারিত লেখ। (بين حكم بيع الاثمار بالخرص على الاشجار بالتفصيل)
উত্তর:
গাছে থাকা ফলকে অনুমান করে (যে শুকালে কতটুকু হবে) তার বিনিময়ে শুকনা ফল দিয়ে কেনা-বেচা করার মাসআলাটি ফিকহে 'বাইউল আরিয়া' বা 'মুযাবানা' নামে পরিচিত।
১. সাধারণ বিধান (মুযাবানা):
সাধারণভাবে গাছে থাকা তাজা ফলকে নিচে থাকা শুকনা ফলের বিনিময়ে অনুমান করে বিক্রি করা হারাম। একে 'মুযাবানা' বলা হয়।

- **কারণ:** সুদি পণ্যে (রিবাউই মাল) কম-বেশি হওয়া হারাম। অনুমানের ভিত্তিতে বিক্রি করলে কম-বেশি হওয়া নিশ্চিত। তাই এটি জায়েজ নেই।

২. বিশেষ বিধান (বাইউল আরিয়া - রুখসাত):
রাসুলুল্লাহ (সা.) গরিব ও অভাবী মানুষদের জন্য একটি বিশেষ ছাড় দিয়েছেন।

- **স্বরূপ:** কোনো গরিব মানুষের কাছে নগদ টাকা নেই, কিন্তু ঘরে শুকনা খেজুর আছে। সে তার পরিবারকে তাজা খেজুর খাওয়াতে

চায়। তখন সে কোনো বাগান মালিকের কাছ থেকে গাছে থাকা খেজুর অনুমান করে (শুকনা খেজুরের সমান ধরে) কিনতে পারবে।

- শর্তাবলি (জুমহুর মতে):

ক. পরিমাণ ৫ ওয়াসাক (প্রায় ৩ মণ)-এর কম হতে হবে।

খ. এটি কেবল প্রয়োজন বা শখ পূরণের জন্য হতে হবে, ব্যবসার জন্য নয়।

গ. হাতে হাতে লেনদেন হতে হবে (শুকনা খেজুর দিয়ে গাছ থেকে তাজা খেজুর বুঝে নেওয়া)।

৩. ইমামদের মতভেদ:

- **ইমাম শাফেয়ি, মালিক ও আহমদ (রহ.):** এই 'আরিয়া' পদ্ধতি জায়েজ। এটি সুদের সাধারণ নিয়ম থেকে 'খাস' বা আলাদা করা হয়েছে গরিবের উপকারের জন্য।
- **ইমাম আবু হানিফা (রহ.):** হানাফি মাযহাব মতে, অনুমানের ভিত্তিতে (খারস) ফল বিক্রি করা **নাজায়েজ**। তাঁরা 'আরিয়া' সংক্রান্ত হাদিসকে 'ক্রয়-বিক্রয়' মনে করেন না, বরং একে এক প্রকার **'হিবা' (দান) বা উপহার** হিসেবে ব্যাখ্যা করেন। তাঁদের মতে, রিবা বা সুদের আশঙ্কা থাকলে তা কোনোভাবেই জায়েজ হতে পারে না।

---

৫. হাদিসে বিক্রেতা ও ক্রেতা উভয়কেই কেন নিষেধ করা হয়েছে? এর কারণ কী? (ما وجه النهي للبائع والمشترى كليهما عن البيوع المذكورة في الحديث؟)

উত্তর:

হাদিসে বলা হয়েছে, রাসুলুল্লাহ (সা.) "বিক্রি করতে এবং ক্রয় করতে" (আন বাইয়িস সামারা ওয়া শিরাইহা) নিষেধ করেছেন। উভয়কে নিষেধ করার পেছনে যৌক্তিক ও শরয়ী কারণ (ওয়াজহে নাহি) রয়েছে।

১. বিক্রেতার (Seller) জন্য নিষেধের কারণ:

বিক্রেতা যদি পাকার আগেই ফল বিক্রি করে এবং টাকা নিয়ে নেয়, আর পরে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফল নষ্ট হয়ে যায়, তবে সে বিনা বিনিময়ে অন্যের সম্পদ ভোগ করল।

- রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ، بِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ؟
অর্থ: যদি আল্লাহ ফল ধ্বংস করে দেন, তবে তোমরা কীসের বিনিময়ে ভাইয়ের মাল (টাকা) ভোগ করবে? (সহিহ মুসলিম)
অর্থাৎ, এটি 'আকলু মালিল হারাম' (হারাম ভক্ষণ)-এর দিকে নিয়ে যায়।

২. ক্রেতার (Buyer) জন্য নিষেধের কারণ:
ক্রেতা পাকার আগেই ফল কিনে 'গারার' বা অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে। সে এমন জিনিসের জন্য টাকা দিচ্ছে যা ভবিষ্যতে নাও পেতে পারে। শরিয়তে মাল অপচয় করা নিষিদ্ধ। পাকার আগে ফল কিনলে তা নষ্ট হওয়ার প্রবল ঝুঁকি থাকে, যা এক প্রকার জুয়া বা ধোঁকার শামিল।

৩. উভয়ের জন্য সাধারণ কারণ:
এই ধরনের লেনদেন সমাজে বিবাদ, মামলা-মোকদ্দমা এবং একে অপরের প্রতি বিদ্বেষ সৃষ্টি করে। ইসলামি শরিয়ত কেবল ইবাদত নয়, বরং সামাজিক সম্পর্ক সুন্দর রাখার জন্যই এই উভয়মুখী নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে।

---

৬. কৃষক যদি শস্য দানা শক্ত হওয়ার আগেই (ইশতিদাদ) খেত বিক্রি করে দেয়, তার হুকুম বিস্তারিত লেখ। (ما الحكم اذا باع الزارع زرعه قبل الاشتداد؟ بين بالتفصيل)

উত্তর:
শস্য (গম, ধান, যব) দানাদার ও শক্ত হওয়ার আগে বিক্রি করার মাসআলাটি ফলের 'বাদু আস-সালাহ' (পাকার উপযোগিতা)-এর মাসআলার মতোই। একে 'ইশতিদাদুল হাব্ব' (শস্য শক্ত হওয়া) বলা হয়।

বিস্তারিত হুকুম:

১. দানা শক্ত হওয়ার পর:
যদি শস্যের দানা শক্ত হয়ে যায় এবং তা কাটার উপযোগী হয়, তবে তা বিক্রি করা সর্বসম্মতিক্রমে জায়েজ।

২. **দানা শক্ত হওয়ার আগে (ঘাস বা কাঁচা অবস্থায়):**

- **শর্তহীনভাবে বিক্রি:** যদি ক্রেতা ও বিক্রেতা কোনো শর্ত না করে (কখন কাটবে), তবে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে জায়েজ,

কিন্তু ক্রেতাকে তাৎক্ষণিকভাবে কেটে নিতে হবে। আর জুমহুর মতে নাজায়েজ (কারণ এতে ধোঁকা বা গারার আছে)।

- **জমিতে রাখার শর্তে:** যদি ক্রেতা এই শর্তে কেনে যে, শস্য পেকে শক্ত হওয়া পর্যন্ত জমিতেই থাকবে, তবে তা সর্বসম্মতিক্রমে **নাজায়েজ (ফাসিদ)**। কারণ এটি অন্যের জমিতে নিজের ফসল রাখা এবং ভবিষ্যতের অনিশ্চিত লাভ বিক্রি করা।
- **কেটে ফেলার শর্তে:** যদি পশু খাদ্য (ফডার/খড়) হিসেবে ব্যবহারের জন্য এখনই কেটে ফেলার শর্তে বিক্রি করে, তবে তা **জায়েজ**। কারণ তখন এটি ঘাস হিসেবে বিক্রি হচ্ছে, শস্য হিসেবে নয় এবং এতে কোনো ধোঁকা নেই।

সারকথা: দানা পুষ্ট ও শক্ত হওয়ার আগে শস্য হিসেবে (ভবিষ্যৎ ফলনের আশায়) বিক্রি করা জায়েজ নয়, তবে পশুখাদ্য হিসেবে এখনই কেটে নেওয়ার শর্তে জায়েজ।

---

৭. বেচাকেনার উপকারিতা বা ফায়দাগুলো কী কী? (فوائد البيع ما هي؟ بين)

উত্তর:

আল্লাহ তাআলা মানুষকে এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, কেউ এককভাবে নিজের সব প্রয়োজন মেটাতে পারে না। বেচাকেনা বা ব্যবসার মাধ্যমে এই পারস্পরিক নির্ভরতার সমাধান হয়। এর প্রধান উপকারিতাগুলো হলো:

১. প্রয়োজন পূরণ (কাজা-এ হাজাত):

কারো কাছে চাল আছে কিন্তু কাপড় নেই, কারো কাছে টাকা আছে কিন্তু খাবার নেই। বেচাকেনার মাধ্যমে মানুষ তার প্রয়োজনের বস্তু অন্যের কাছ থেকে সংগ্রহ করতে পারে।

২. অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি:

ব্যবসা-বাণিজ্য অর্থনীতির চাকা সচল রাখে। এর মাধ্যমে সম্পদের আবর্তন (Circulation of Wealth) ঘটে, যা সমাজকে দারিদ্র্যমুক্ত করতে সাহায্য করে।

৩. সামাজিক বন্ধন:

ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে লেনদেনের মাধ্যমে সামাজিক সম্পর্ক ও বিশ্বাস গড়ে ওঠে। ইসলামি হালাল ব্যবসা পারস্পরিক ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্ব বৃদ্ধি করে।

৪. হালাল রিজিক:

নবীজি (সা.) বলেছেন, "নিজ হাতের উপার্জন এবং হালাল ব্যবসা হলো সর্বোত্তম উপার্জন।" বেচাকেনা মানুষকে ভিক্ষাবৃত্তি বা চুরি-ডাকাতি থেকে বিরত রেখে সম্মানজনক জীবিকা নির্বাহের সুযোগ দেয়।

৫. সম্পদের সদ্ব্যবহার:

যার কাছে উদ্বৃত্ত সম্পদ আছে, সে তা বিক্রি করে দেয়। এতে সম্পদের অপচয় রোধ হয় এবং সম্পদ সঠিক জায়গায় ব্যবহৃত হয়।

5- عن جابر بن عبد الله (رض) قال : نهى رسول الله ﷺ عن المخابرة والمزابنة والمحاقلة –

الْأَسْئِلَةُ الْمُلْحَقَةُ مَعَ الْأَجْوِبَةِ

1- بين مذاهب العلماء في بيع المخابرة والمزابنة –
2- تحدث عن الشروط التي يجب توفرها لصحة المزارعة –
او- بين الشرائط التي اعتبرت لصحة المزارعة والمخابرة-
3- ما معنى العرايا لغة وشرعا؟ وما الاختلاف في بيع العرايا؟ بين بالايضاح –
4- هل يجوز كراء الأرض؟ وما الاختلاف فيه؟
5- ما معنى المحاقلة لغة وشرعا ؟ بين حكمها –
6- عرف المخابرة والمزابنة مع ذكر أراء العلماء في احكامهما –
7- ما معنى المزابنة لغة وشرعا؟ وما الفرق بين المزابنة والمحاقلة ؟ وما حكمهما ؟
8- هل يجوز بيع الاثمار وشرائها قبل بدو الصلاح؟ بين مذاهب الائمة بالدلائل –
9- ما معنى بدو الصلاح عند العلماء؟ بين اقوال العلماء فيه –
10-اكتب نبذة من حياة جابر بن عبد الله (رض) –

হাদিসের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ

মূল হাদিস:

عن جابر بن عبد الله (رض) قال : نهى رسول الله ﷺ عن المخابرة والمزابنة والمحاقلة.

১. المأخذ (সংকলন তথ্য):

আলোচ্য হাদিসটি কৃষি ও ফল ব্যবসার কিছু নিষিদ্ধ পদ্ধতি সম্পর্কে একটি মূলনীতিমূলক হাদিস। এটি ইমাম মুসলিম (রহ.) তাঁর সহিহ মুসলিম (হাদিস নং ১৫৩৬), ইমাম নাসায়ি (রহ.) এবং ইমাম আবু দাউদ (রহ.) সংকলন করেছেন। হাদিসটি 'সহিহ'।

২. مناسبة الحديث (হাদিস প্রসঙ্গ):

জাহেলি যুগে আরবের কৃষকরা জমির ফসল বর্গা দেওয়ার সময় বা ফলের বাগান বিক্রি করার সময় এমন কিছু শর্ত করত যা ছিল অস্পষ্ট এবং শোষণের হাতিয়ার। যেমন—জমির নির্দিষ্ট এক অংশের ফসল মালিক পাবে, বাকিটা কৃষকের। এতে 'গারার' (ঝুঁকি) ও বিবাদ সৃষ্টি হতো। রাসুলুল্লাহ (সা.) এই অস্পষ্ট ও ঝুঁকিপূর্ণ লেনদেনগুলো নিষিদ্ধ করে স্বচ্ছতা আনার জন্য এই হাদিসটি ইরশাদ করেছেন।

৩. ترجمة الحديث مع التوضيح (হাদিসের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ):

অনুবাদ: হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহ (সা.) 'মুখাবারা', 'মুযাবানা' এবং 'মুহাকালা' (পদ্ধতিতে বেচাকেনা ও চাষাবাদ) করতে নিষেধ করেছেন।

ব্যাখ্যা:

- **মুখাবারা (المخابرة):** জমির মালিক কর্তৃক কৃষকদের সাথে এই শর্তে জমি বর্গা দেওয়া যে, জমির নির্দিষ্ট অংশের (যেমন—নালার ধারের) ফসল মালিক পাবে, বাকিটা কৃষকের। এটি নিষিদ্ধ। তবে নির্দিষ্ট অনুপাতে (যেমন—অর্ধেক বা এক-তৃতীয়াংশ) ভাগ করা জায়েজ (মুজারা'আ)।
- **মুযাবানা (المزابنة):** গাছে থাকা তাজা খেজুরকে শুকনা খেজুরের বিনিময়ে অনুমান করে বিক্রি করা।
- **মুহাকালা (المحاقلة):** শিষওয়ালা দানা বা শস্যকে (ক্ষেতে থাকা অবস্থায়) পরিষ্কার করা গমের বিনিময়ে অনুমান করে বিক্রি করা। অথবা জমি ভাড়ার বিনিময়ে গম দেওয়া।

৪. الحاصل (সমাপনী):

কৃষি ও ব্যবসায় এমন কোনো লেনদেন করা যাবে না যেখানে পরিমাণ বা ফলাফল অস্পষ্ট (মাজহুল) থাকে এবং যা সুদের (রিবা) দিকে নিয়ে যায়।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন ও উত্তর (الْأَسْئِلَةُ الْمُلْحَقَةُ مَعَ الْأَجْوِبَةِ)

১. 'মুখাবারা' ও 'মুযাবানা' সম্পর্কে আলেমদের মাযহাব বা মতামত বর্ণনা করো। (بين مذاهب العلماء في بيع المخابرة والمزابنة)

উত্তর:

ক. মুযাবানা (المزابنة):

মুযাবানা হলো গাছে থাকা তাজা ফলের সাথে শুকনো ফলের অনুমানভিত্তিক বিনিময়।

- **হুকুম:** সকল মাযহাবের (হানাফি, শাফেয়ি, মালিকি, হাম্বলি) ঐকমত্যে 'মুযাবানা' পদ্ধতিতে বেচাকেনা **হারাম এবং বাতিল**।
- **দলিল:** রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা এবং রিবা (সুদ)-এর আশঙ্কা।
- **ব্যতিক্রম:** জুমহুর উলামা (হানাফি বাদে) শুধুমাত্র 'বাইউল আরিয়া' (গরিবদের জন্য ৫ ওয়াসাকের কম) কে জায়েজ বলেছেন। হানাফি মতে এটিও নাজায়েজ।

খ. মুখাবারা (المخابرة):

মুখাবারা হলো নির্দিষ্ট অংশের ফসল মালিকের জন্য খাস করে জমি বর্গা দেওয়া।

- **ইমাম আবু হানিফা (রহ.):** তাঁর মূল মত অনুযায়ী, মুখাবারা এবং মুজারা'আ (বর্গা চাষ) উভয়টিই **নাজায়েজ**। তিনি বলেন, জমি নির্দিষ্ট ভাড়ায় (টাকায়) দিতে হবে, ফসলের ভাগাভাগিতে নয়। কারণ ফসল হতেও পারে, নাও হতে পারে।
- **সাহিবাইন (ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ) ও জুমহুর:** তাঁদের মতে, যদি জমির নির্দিষ্ট অংশের ফসল (যেমন—উত্তর দিকের ফসল) মালিকের জন্য নির্দিষ্ট না করা হয়, বরং পুরো জমির উৎপাদিত ফসলের একটি নির্দিষ্ট অংশ (যেমন—অর্ধেক, এক-তৃতীয়াংশ) উভয়ের মধ্যে ভাগ করার চুক্তি হয়, তবে তা **জায়েজ**। একে

'মুজারা'আ' বলা হয়। বর্তমানে হানাফি মাযহাবে সাহিবাইনের মতের ওপরই ফতোয়া দেওয়া হয়।

---

২. 'মুজারা'আ' (বর্গা চাষ) সহিহ হওয়ার জন্য যেসব শর্ত থাকা জরুরি, তা আলোচনা করো। (تحدث عن الشروط التي يجب توفرها لصحة المزارعة)

উত্তর:

'মুজারা'আ' (المزارعة) বা বর্গা চাষ সহিহ হওয়ার জন্য ফকিহগণ (বিশেষত সাহিবাইন ও জুমহুর) বেশ কিছু শর্ত আরোপ করেছেন। প্রধান শর্তগুলো হলো:

১. জমির উপযোগিতা: জমিটি চাষাবাদের উপযুক্ত হতে হবে। অনুর্বর বা চাষের অযোগ্য জমি বর্গা দেওয়া যাবে না।

২. মালিক ও কৃষকের যোগ্যতা: উভয়কেই 'আকেল' (সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী) ও 'বালেগ' (প্রাপ্তবয়স্ক) বা বুঝমান হতে হবে।

৩. মেয়াদ নির্ধারণ: চাষাবাদের সময়সীমা (কত মাস বা বছর) স্পষ্ট উল্লেখ থাকতে হবে। অনির্দিষ্ট মেয়াদের চুক্তি ফাসিদ।

৪. বীজ সরবরাহ: বীজ কে সরবরাহ করবে (মালিক না কি কৃষক), তা চুক্তির সময় স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

৫. বণ্টনের অনুপাত: উৎপাদিত ফসলের কে কত অংশ পাবে (যেমন—৫০:৫০ বা ৬০:৪০), তা পরিষ্কারভাবে নির্ধারণ করতে হবে। নির্দিষ্ট পরিমাণ (যেমন—১০ মণ মালিক পাবে) নির্ধারণ করা যাবে না, কারণ ফসল ১০ মণের কমও হতে পারে।

৬. জমির দখল: জমির মালিক জমিটি কৃষকের দখলে (Takhliya) ছেড়ে দেবে, যাতে সে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে।

৭. ফলন: জমি থেকে ফসল উৎপন্ন হওয়া সম্ভব হতে হবে। যদি ফসল না হয়, তবে চুক্তি বাতিল বলে গণ্য হবে না, কিন্তু কেউ কিছু পাবে না।

এই শর্তগুলো পূরণ হলে মুজারা'আ বা বর্গা চাষ জায়েজ ও সহিহ হবে।

---

৩. 'আরিয়া' (العرايا) শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? এবং এর বিধানে ফকিহদের মতভেদ বিস্তারিত লেখ। (ما معنى العرايا لغة وشرعا؟ وما الاختلاف في بيع العرايا؟ بين بالايضاح)

উত্তর:

ক. অর্থ:

- **আভিধানিক অর্থ:** 'আরিয়া' শব্দটি 'উরইয়ুন' (নগ্নতা/মুক্ত হওয়া) থেকে এসেছে। অথবা 'ইরা' (আলাদা করা) থেকে। এর অর্থ দান করা বা পৃথক করা।
- **পারিভাষিক অর্থ:** কোনো বাগান মালিক তার বাগানের একটি বা দুটি নির্দিষ্ট গাছের ফল কোনো অভাবী ব্যক্তিকে দান করলেন, কিন্তু অভাবী ব্যক্তি ফল পাকার অপেক্ষায় বারবার বাগানে প্রবেশ করলে মালিকের পরিবারের অসুবিধা হয়। তখন মালিক সেই কাঁচা ফলের আনুমানিক পরিমাণ শুকনা খেজুর অভাবী ব্যক্তিকে দিয়ে গাছটি মুক্ত করে নিলেন। এই লেনদেনকে 'বাইউল আরিয়া' বলা হয়।

খ. ফকিহদের মতভেদ:

গাছে থাকা ফলের বিনিময়ে শুকনা ফল বিক্রি করা সাধারণত হারাম (মুযাবানা)। কিন্তু 'আরিয়া'-এর ক্ষেত্রে হুকুম কী?

১. জুমহুর (শাফেয়ি, মালিকি, হাম্বলি):

তাঁদের মতে, 'বাইউল আরিয়া' জায়েজ। এটি রিবার সাধারণ নিয়ম থেকে একটি 'রুখসাত' বা ছাড়।

- **শর্ত:**
  - পরিমাণ ৫ ওয়াসাক (প্রায় ৩ মণ)-এর কম হতে হবে।
  - এটি কেবল অভাবী ব্যক্তির প্রয়োজনে বা তাজা ফল খাওয়ার শখ পূরণের জন্য হতে হবে।
  - হাতে হাতে লেনদেন হতে হবে।
- **দলিল:** রাসুলুল্লাহ (সা.) আরিয়া-এর অনুমতি দিয়েছেন। (বুখারি ও মুসলিম)

২. ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ও হানাফি মাযহাব:

তাঁদের মতে, 'বাইউল আরিয়া' বলতে ক্রয়-বিক্রয় বোঝায় না, বরং এটি এক প্রকার 'হিবা' (দান)।

- অর্থাৎ, মালিক দরিদ্রকে গাছের ফল দান করেছেন। পরে অসুবিধা হওয়ায় তিনি দরিদ্রকে বললেন, "তুমি এই গাছের ফলের দাবি ছেড়ে দাও, বিনিময়ে আমি তোমাকে শুকনা খেজুর দিচ্ছি।" এটি বেচাকেনা নয়, বরং দানের বিনিময় বা আপস। তাই এটি জায়েজ। কিন্তু যদি এটিকে 'বিক্রি' হিসেবে ধরা হয় (এক ফলের বদলে অন্য ফল), তবে তা নাজায়েজ হবে, কারণ এতে রিবা বা সুদের উপাদান (কম-বেশি হওয়া) রয়েছে।

---

৪. জমি ভাড়া দেওয়া (কিরাউল আরদ) কি জায়েজ? এ বিষয়ে মতভেদ কী? (هل يجوز كراء الأرض؟ وما الاختلاف فيه؟)

উত্তর:

জমি ভাড়া বা লিজ দেওয়াকে 'কিরাউল আরদ' বা 'ইজারাতুল আরদ' বলা হয়। এর হুকুম নিয়ে সাহাবি ও ইমামদের মধ্যে মতভেদ ছিল।

১. রাফে ইবনে খাদিজ (রা.) ও তাউস (রহ.)-এর মত:

তাঁদের মতে, জমি ভাড়া দেওয়া (টাকা বা ফসলের বিনিময়ে) মাকরুহ বা নাজায়েজ।

- **দলিল:** রাসুলুল্লাহ (সা.) জমি ভাড়া দিতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন: *"কারো জমি থাকলে সে যেন নিজে চাষ করে অথবা ভাইকে দিয়ে দেয় (বিনা ভাড়ায়)।"*

২. জুমহুর উলামা (হানাফি, শাফেয়ি, মালিকি, হাম্বলি):

অধিকাংশ ফকিহ ও সাহাবির (যেমন ইবনে আব্বাস, ইবনে ওমর রা.) মতে, জমি ভাড়া দেওয়া সম্পূর্ণ জায়েজ এবং হালাল।

- **টাকার বিনিময়ে:** স্বর্ণ, রৌপ্য বা টাকার বিনিময়ে জমি ভাড়া দেওয়া সর্বসম্মতিক্রমে জায়েজ।
- **ফসলের বিনিময়ে:** উৎপাদিত ফসলের নির্দিষ্ট অংশের বিনিময়ে (বর্গা) দেওয়াও জায়েজ (সাহিবাইন ও জুমহুর মতে)।

- **রাফে (রা.)-এর হাদিসের জবাব:** জুমহুর উলামারা বলেন, রাফে ইবনে খাদিজ (রা.)-এর হাদিসটি ছিল নিষেধাজ্ঞামূলক নয়, বরং **'পরামর্শমূলক' বা দয়া প্রদর্শনের** জন্য। অথবা সেই হাদিসটি 'মুখাবারা' (অনির্দিষ্ট ও ঝুঁকিপূর্ণ) পদ্ধতির জন্য ছিল, সাধারণ ভাড়ার জন্য নয়।

সিদ্ধান্ত: বর্তমানে জমি নির্দিষ্ট টাকার বিনিময়ে লিজ দেওয়া বা নির্দিষ্ট অংশে বর্গা দেওয়া উভয়টিই শরিয়তসম্মত।

---

৫. 'মুহাকালা' (المحاقلة)-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? এর হুকুম বর্ণনা করো। (ما معنى المحاقلة لغة وشرعا ؟ بين حكمها)

উত্তর:

ক. অর্থ:

- **আভিধানিক অর্থ:** 'মুহাকালা' শব্দটি 'হাকলুন' (حقل) থেকে এসেছে। এর অর্থ—ক্ষেত, ফসলের জমি বা শস্যক্ষেত।
- **পারিভাষিক অর্থ:** ক্ষেতে থাকা শিষওয়ালা দানা বা শস্যের (যা এখনো ঝাড়া ও পরিষ্কার করা হয়নি) বিনিময়ে পরিষ্কার করা বা ঝাড়া শস্য (গম/ধান) অনুমান করে বিক্রি করাকে 'মুহাকালা' বলা হয়।
- **অন্য অর্থ:** কারো কারো মতে, গমের বিনিময়ে জমি ভাড়া দেওয়াকেও মুহাকালা বলে।

খ. হুকুম:

ইসলামি শরিয়তে 'মুহাকালা' সম্পূর্ণ হারাম ও নাজায়েজ। এটি 'রিবা আল-ফজল' (অতিরিক্ত সুদ) এবং 'গারার' (অনিশ্চয়তা) উভয় দোষে দুষ্ট।

- **কারণ:** গমের বিনিময়ে গম বিক্রি করতে হলে মাপে সমান সমান হওয়া শর্ত। ক্ষেতের গম মাপা সম্ভব নয়, তাই পরিষ্কার গমের সাথে এর বিনিময় হলে কম-বেশি হওয়া নিশ্চিত, যা সুদ।
- **দলিল:** আলোচ্য জাবের (রা.)-এর হাদিস: *"রাসুলুল্লাহ (সা.) মুহাকালা নিষেধ করেছেন।"*

---

৬. 'মুখাবারা' ও 'মুযাবানা'-এর সংজ্ঞা দাও এবং এগুলোর হুকুম সম্পর্কে আলেমদের মতামত উল্লেখ করো। (عرف المخابرة والمزابنة مع ذكر أراء العلماء في احكامهما)

উত্তর:

(দ্রষ্টব্য: এই প্রশ্নটি ১নং ও ৫নং প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি। এখানে সংক্ষেপে সংজ্ঞা ও হুকুম দেওয়া হলো)

১. মুখাবারা (المخابرة):

- **সংজ্ঞা:** জমির মালিক কর্তৃক কৃষককে এই শর্তে জমি দেওয়া যে, জমির নির্দিষ্ট এক অংশের (যেমন নালার পাশের) ফসল মালিক পাবে, বাকিটা কৃষকের। অথবা, জমি চাষের বিনিময়ে উৎপাদিত ফসলের ভাগ নেওয়া।
- **হুকুম:**
  - **ইমাম আবু হানিফা:** নাজায়েজ (মুতলাক)।
  - **সাহিবাইন ও জুমহুর:** নির্দিষ্ট অংশের শর্ত থাকলে নাজায়েজ। কিন্তু শতকরা বা ভগ্নাংশ (১/২, ১/৩) হারে ভাগ হলে জায়েজ (একে মুজারা'আ বলে)। হাদিসের নিষেধাজ্ঞা নির্দিষ্ট অংশের ক্ষেত্রে।

২. মুযাবানা (المزابنة):

- **সংজ্ঞা:** গাছে থাকা তাজা ফলের (যার পরিমাণ অজানা) বিনিময়ে মাটিতে থাকা শুকনো ফল (নির্দিষ্ট পরিমাণ) বিক্রি করা।
- **হুকুম:** সকল মাযহাবে **হারাম**। কারণ এতে রিবা (সুদ) এবং গারার (ধোঁকা) রয়েছে।
  - **ব্যতিক্রম:** জুমহুর মতে 'আরিয়া' (অভাবীদের জন্য স্বল্প পরিমাণ) জায়েজ। হানাফি মতে তাও নাজায়েজ (বিক্রি হিসেবে)।

৭. 'মুযাবানা' ও 'মুহাকালা'-এর মধ্যে পার্থক্য কী? এবং এদের হুকুম কী? (ما معنى المزابنة لغة وشرعا؟ وما الفرق بين المزابنة والمحاقلة ؟ وما حكمهما ؟)

উত্তর:

পার্থক্য (আল-ফারক):

যদিও 'মুযাবানা' এবং 'মুহাকালা' উভয়েই অনুমানভিত্তিক এবং নিষিদ্ধ লেনদেন, কিন্তু এদের প্রয়োগক্ষেত্র (Subject Matter) ভিন্ন:

১. **বস্তুর ভিন্নতা:**

- **মুযাবানা:** এটি হয় **ফলের** ক্ষেত্রে (বিশেষত খেজুর ও আঙ্গুর)। অর্থাৎ গাছের তাজা ফলের সাথে শুকনো ফলের বিনিময়।
- **মুহাকালা:** এটি হয় **শস্যের** ক্ষেত্রে (যেমন গম, যব, ধান)। অর্থাৎ ক্ষেতের শস্যের সাথে পরিষ্কার শস্যের বিনিময়।

২. **উৎসের ভিন্নতা:**

- মুযাবানা শব্দটি 'জাবান' (ঠেলা দেওয়া) থেকে। কারণ এতে ক্রেতা-বিক্রেতা একে অপরকে ঠকানোর চেষ্টা করে বা ঝগড়া করে।
- মুহাকালা শব্দটি 'হাকল' (ক্ষেত) থেকে। কারণ এটি ক্ষেতের সাথে সম্পর্কিত।

হুকুম:

উভয়টিই সর্বসম্মতভাবে হারাম। কারণ উভয়েই 'কাইলি' (পরিমাপযোগ্য) বা 'রিবাউই' পণ্য, যা অনুমানে বিক্রি করা জায়েজ নেই।

---

৮. ফল পাকার আগে (বাদু আস-সালাহ) তা কেনা-বেচা কি জায়েজ? ইমামদের মতভেদ দলিলসহ লেখ। (هل يجوز بيع الاثمار وشرائها قبل بدو الصلاح؟ بين مذاهب الائمة بالدلائل)

উত্তর:

(দ্রষ্টব্য: এই প্রশ্নটি ক্রয়-বিক্রয় পর্বের ১ম হাদিসের ১নং প্রশ্নের অনুরূপ। এখানে সংক্ষেপে)

- **জুমহুর উলামা:** গাছে রাখার শর্তে বিক্রি করা **নাজায়েজ**। কেটে ফেলার শর্তে জায়েজ। দলিল: *"রাসুল (সা.) পাকার উপযোগী হওয়ার আগে বিক্রি নিষেধ করেছেন।"*
- **ইমাম আবু হানিফা (রহ.):** ফল বের হলে (দৃশ্যমান হলে) বিক্রি জায়েজ, কিন্তু ক্রেতাকে কেটে নিতে হবে। গাছে রাখার শর্ত করলে বিক্রি ফাসিদ হবে।

---

৯. আলেমদের মতে 'বাদু আস-সালাহ' (পাকার উপযোগী হওয়া)-এর অর্থ বা আলামত কী? (ما معنى بدو الصلاح عند العلماء؟ بين اقوال العلماء فيه)

উত্তর:

'বাদু আস-সালাহ' (بدو الصلاح) বা ফল পাকার উপযোগিতা প্রকাশের আলামত সম্পর্কে আলেমগণ হাদিসের আলোকে ব্যাখ্যা দিয়েছেন:

১. রং পরিবর্তন: খেজুরের ক্ষেত্রে লাল বা হলুদ বর্ণ ধারণ করা।

২. স্বাদ ও গুণ: ফলের টক বা কষ ভাব দূর হয়ে মিষ্টি হওয়া এবং খাওয়ার উপযোগী হওয়া।

৩. নিরাপত্তা: এমন অবস্থায় পৌঁছানো যখন সাধারণত ফল আর ঝরে পড়ে না বা নষ্ট হয় না।

৪. শস্যের ক্ষেত্রে: দানা শক্ত হওয়া (ইশতিদাদ)। আঙ্গুরের ক্ষেত্রে পানি আসা এবং মিষ্টি হওয়া।

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: *"যতক্ষণ না তার সালাহ প্রকাশ পায়।"* সাহাবিরা জিজ্ঞেস করলেন, সালাহ কী? তিনি বললেন, *"লাল বা হলুদ হওয়া।"* (বুখারি)

---

১০. হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখ। (اكتب نبذة من حياة جابر بن عبد الله (رض))

উত্তর:

নাম ও পরিচয়:

তাঁর নাম জাবের, পিতার নাম আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে হারাম (আনসারী)। তিনি মদিনার খাযরাজ গোত্রের বনু সালামা শাখার সন্তান। তাঁর উপনাম 'আবু আব্দুল্লাহ' বা 'আবু মুহাম্মদ'।

ইসলাম গ্রহণ:

তিনি শৈশবেই ইসলাম গ্রহণ করেন। হিজরতের আগে মক্কায় অনুষ্ঠিত 'আকাবার শেষ বাইয়াতে' তিনি পিতার সাথে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তখন তিনি ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ সদস্য।

জিহাদ ও ত্যাগ:

তাঁর পিতা আব্দুল্লাহ উহুদ যুদ্ধে শহীদ হন। পিতার শাহাদাতের পর জাবের (রা.) তাঁর ৭ বা ৯ জন বোনের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন এবং রাসুল (সা.)-এর সাথে ১৯টি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। সিফফাইন ও জঙ্গে জামাল যুদ্ধে তিনি হযরত আলীর পক্ষে ছিলেন।

ইলমি অবদান:

তিনি ছিলেন 'মুকাসসিরিন' সাহাবিদের একজন। তাঁর বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা ১৫৪০টি। তিনি মসজিদে নববিতে হাদিসের দরস দিতেন। তাঁর হাদিসের হালাকায় (মজলিসে) হাজারো ছাত্র সমবেত হতো। ইমাম বাকির ও ইমাম জাফর সাদিক (রহ.) তাঁর ছাত্র ছিলেন।

ইন্তেকাল:

তিনি ৭৮ হিজরি সনে (মতান্তরে ৭৩ বা ৭৪) মদিনায় ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৪ বছর। মদিনার গভর্নর আবান ইবনে উসমান তাঁর জানাজায় ইমামতি করেন।

6- عن ابن عمر قال : قال رسول الله ﷺ : من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يقبضه-

عن حزام ان اباه سأل النبي ﷺ فقال اني اشترى بيوعا فما يحل لى منها قال اذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه –

الْأَسْئِلَةُ الْمُلْحَقَةُ مَعَ الْأَجْوِبَةِ

1- ما معنى القبض؟ وما سبب النهي عن بيع الطعام قبل قبضه ؟ أوضح –

او- ما معنى القبض؟ وما وجه النهي عن بيع الطعام حتى يستوفي؟

2- ما حكم بيع السلعة قبل القبض؟ بين مع اراء الائمة-

او- ما حكم بيع المبيع قبل القبض؟ اذكر مع بيان اختلاف العلماء فيه –

3- هل يثبت للمشترى الملكية اذا قبض المبيع في البيع الفاسد؟

4- ما حكم البيع اذا باع من البائع قبل أن ينقد الثمن بعد حصول القبض؟

5- ما الفرق بين البيع والنكاح؟ بين-

6- ما هي اقسام البيع بين بالتفصيل-

7- اكتب نبذة من حياة ابن عمر (رض)-

8- اكتب نبذة من حياة حكيم بن حزام (رض) بالايجاز-

হাদিসের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ

মূল হাদিস (১):

عن ابن عمر قال : قال رسول الله ﷺ : من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يقبضه.

মূল হাদিস (২):

عن حزام ان اباه سأل النبي ﷺ فقال اني اشترى بيوعا فما يحل لى منها قال اذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه.

১. المأخذ (সংকলন তথ্য):

প্রথম হাদিসটি (ইবনে ওমর রা.) ইমাম বুখারি (রহ.) তাঁর সহিহ বুখারি (হাদিস নং ২১৩৬) এবং ইমাম মুসলিম (রহ.) তাঁর সহিহ মুসলিম (হাদিস নং ১৫২৬) গ্রন্থে সংকলন করেছেন।

দ্বিতীয় হাদিসটি (হাকিম বিন হিজাম রা.) ইমাম নাসায়ি (রহ.) এবং ইমাম আহমদ (রহ.) তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে সংকলন করেছেন। হাদিস দুটি 'বাই বা'দাল কবজ' (হস্তগত করার পর বিক্রি)-এর মূল দলিল।

২. مناسبة الحديث (হাদিস প্রসঙ্গ):

বাজারে অনেক সময় পণ্য হাতে না পেয়েই কেবল মুখের কথায় বা কাগজের চুক্তিতে হাতবদল করা হয়। এতে পণ্যটি নষ্ট হয়ে গেলে বা বিক্রেতা দিতে না পারলে জটিলতা সৃষ্টি হয়। এছাড়া এটি এক প্রকার সুদ বা জুয়ার মতো হয়ে যায় (না থাকা জিনিস বিক্রি)। রাসুলুল্লাহ (সা.) এই অস্পষ্টতা ও ঝুঁকি দূর করার জন্য পণ্য হস্তগত করার আগে তা পুনরায় বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। হাকিম বিন হিজাম (রা.) একজন বড় ব্যবসায়ী ছিলেন, তিনি তাঁর ব্যবসার হালাল পদ্ধতি জানতে চাইলে নবীজি (সা.) তাঁকে এই মূলনীতি শিখিয়ে দেন।

৩. ترجمة الحديث مع التوضيح (হাদিসের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ):

হাদিস-১ এর অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি কোনো খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করে, সে যেন তা হস্তগত (কবজ) করার আগে বিক্রি না করে।"

হাদিস-২ এর অনুবাদ: হযরত হাকিম ইবনে হিজাম (রা.)-এর ছেলে হিজাম থেকে বর্ণিত, তাঁর পিতা নবী করীম (সা.)-কে জিজ্ঞেস করলেন: "আমি অনেক বেচাকেনা করি, এর মধ্যে আমার জন্য কী হালাল?" নবীজি (সা.) বললেন: "যখন তুমি কোনো পণ্য ক্রয় করবে, তখন তা হস্তগত (কবজ) করার আগে বিক্রি করবে না।"

ব্যাখ্যা:

- **কবজ (قبض):** এর অর্থ হলো পণ্যটি নিজের দখলে নেওয়া। এটা মাপা বা ওজন করা বা স্থানান্তরের মাধ্যমে হতে পারে।
- **খাদ্য বনাম সাধারণ পণ্য:** ইবনে ওমরের হাদিসে 'খাদ্য' (ত্বাআম)-এর কথা বলা হয়েছে, কিন্তু হাকিম বিন হিজামের হাদিসে 'বাই' (যেকোনো পণ্য)-এর কথা বলা হয়েছে। ফকিহরা এই দুইয়ের সমন্বয়ে বিধান দিয়েছেন।

৪. الحاصل (সমাপনী):

কোনো পণ্য কিনে তা বুঝে পাওয়ার আগে (Possession) তৃতীয় পক্ষের কাছে বিক্রি করা হারাম বা নাজায়েজ। এটি ব্যবসার স্বচ্ছতা ও ঝুঁকি বণ্টনের জন্য অপরিহার্য।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন ও উত্তর (الْأَسْئِلَةُ الْمُلْحَقَةُ مَعَ الْأَجْوِبَةِ)

১. 'কবজ' (القبض)-এর অর্থ কী? এবং খাদ্যদ্রব্য হস্তগত করার আগে বিক্রি করতে নিষেধ করার কারণ (হেকমত) কী? (وما معنى القبض؟ وما سبب النهي عن بيع الطعام قبل قبضه ؟ أوضح)

উত্তর:

ক. 'কবজ'-এর অর্থ:

- **আভিধানিক অর্থ:** 'কবজ' শব্দের অর্থ হলো ধরা, মুঠোবদ্ধ করা, আয়ত্তে আনা বা দখল করা।
- **পারিভাষিক অর্থ:** ক্রয়কৃত পণ্যের ওপর ক্রেতার এমন নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা হওয়া, যাতে সে পণ্যটি ইচ্ছামতো ব্যবহার করতে পারে এবং পণ্যের ঝুঁকি (Risk/Daman) বিক্রেতার কাছ থেকে ক্রেতার কাছে স্থানান্তরিত হয়।
    - *মাপা বা ওজন করা জিনিস:* মেপে বা ওজন করে বুঝে নেওয়া।
    - *স্থাবর সম্পত্তি (জমি/বাড়ি):* চাবি বুঝিয়ে দেওয়া বা ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া (তাখলিয়া)।
    - *নড়াচড়া করা জিনিস:* স্থান পরিবর্তন করা।

খ. নিষেধের কারণ ও হেকমত:
হস্তগত করার আগে বিক্রি (বাই ক্বাবলাল কবজ) নিষিদ্ধ হওয়ার পেছনে শরিয়তের কয়েকটি সূক্ষ্ম কারণ বা 'ইল্লত' রয়েছে:
১. গারার (অনিশ্চয়তা):
পণ্য হাতে পাওয়ার আগে তা বিক্রি করলে 'গারার' বা ধোঁকার আশঙ্কা থাকে। কারণ, প্রথম বিক্রেতা হয়তো পণ্যটি দিতে পারবে না, বা পণ্যটি নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তখন দ্বিতীয় ও তৃতীয় চুক্তিগুলো সব বাতিল হয়ে যাবে এবং বিবাদ সৃষ্টি হবে। রাসুল (সা.) গারার নিষেধ করেছেন।
২. রিবহ মা লাম ইউদমান (ঝুঁকিহীন লাভ):
রাসুলুল্লাহ (সা.) নিষেধ করেছেন:
نَهَى عَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ
অর্থ: এমন জিনিসের লাভ খেতে নিষেধ করেছেন যার জিম্মাদারি বা ঝুঁকি এখনো নেওয়া হয়নি। (সুনানে তিরমিজি)
হাতে পাওয়ার আগে বিক্রি করলে ক্রেতা কোনো ঝুঁকি ছাড়াই লাভ করে, যা অন্যায্য।
৩. সুদের সাদৃশ্য:
বিশেষ করে খাদ্যদ্রব্যের ক্ষেত্রে, যদি টাকা দিয়ে খাদ্য কেনা হয় এবং তা বুঝে না নিয়েই আবার বেশি টাকায় বিক্রি করা হয়, তবে তা 'টাকার বিনিময়ে টাকা' (মাঝখানে পণ্যটি অদৃশ্য) হওয়ার মতো হয়ে যায়, যা সুদের অন্তর্ভুক্ত।

---

২. পণ্য (সিলা') হস্তগত করার আগে বিক্রি করার হুকুম কী? ইমামদের মতভেদসহ বর্ণনা করো। (ما حكم بيع السلعة قبل القبض؟ بين مع اراء الائمة)

উত্তর:
ক্রয়কৃত পণ্য নিজের দখলে (কবজ) আসার আগে অন্যের কাছে বিক্রি করা জায়েজ কি না, এ বিষয়ে ফকিহদের মধ্যে মতভেদ আছে।
১. ইমাম শাফেয়ি ও হাম্বলি মাযহাব:

তাঁদের মতে, যেকোনো পণ্য (খাদ্য হোক বা অখাদ্য, স্থাবর হোক বা অস্থাবর) হস্তগত করার আগে বিক্রি করা সম্পূর্ণ নাজায়েজ ও বাতিল।

- **দলিল:** হাকিম ইবনে হিজাম (রা.)-এর হাদিসটি ব্যাপক (আম)। সেখানে 'বাই' (যেকোনো বিক্রি) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, শুধু খাদ্য বলা হয়নি। রাসুল (সা.) বলেছেন: *"তুমি কোনো কিছু বিক্রি করবে না যতক্ষণ না তা কবজ করো।"*

২. ইমাম মালিক (রহ.):

তাঁর মতে, শুধুমাত্র খাদ্যদ্রব্য (ত্বাআম) হস্তগত করার আগে বিক্রি করা হারাম। খাদ্য ছাড়া অন্য পণ্য (যেমন কাপড়, জমি, পশু) হস্তগত করার আগেও বিক্রি করা জায়েজ।

- **দলিল:** ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদিসে নির্দিষ্ট করে 'ত্বাআম' (খাদ্য)-এর কথা বলা হয়েছে।

৩. ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ও হানাফি মাযহাব:

হানাফি মাযহাব একটি মধ্যপন্থী ও যুক্তিযুক্ত মত পোষণ করে। তাঁরা পণ্যকে দুই ভাগে ভাগ করেন:

- **ক. মানকুল (অস্থাবর/নড়াচড়া করা যায় এমন):** যেমন খাদ্য, কাপড়, গাড়ি, পশু। এগুলো হস্তগত করার আগে বিক্রি করা **নাজায়েজ**। কারণ এতে ধ্বংস হওয়ার ঝুঁকি (গারার) থাকে।
- **খ. আকার (স্থাবর সম্পত্তি):** যেমন জমি, বাড়ি, বাগান। এগুলো হস্তগত (দখল) করার আগেও বিক্রি করা **জায়েজ**।
    - **যুক্তি:** স্থাবর সম্পত্তি সাধারণত ধ্বংস হয় না বা হারিয়ে যায় না। তাই এখানে 'গারার' বা অনিশ্চয়তা নেই। তবে ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ (রহ.)-এর মতে স্থাবর সম্পত্তিও কবজ করা জরুরি।

সিদ্ধান্ত: হানাফি ফতোয়া অনুযায়ী স্থাবর সম্পত্তি ছাড়া বাকি সব কিছু হাতে পাওয়ার পরই বিক্রি করতে হবে।

---

৩. 'বাই ফাসিদ' (ত্রুটিপূর্ণ বিক্রি)-এ পণ্য কবজ করলে কি ক্রেতার মালিকানা সাব্যস্ত হয়? (هل يثبت للمشترى الملكية اذا قبض المبيع في البيع الفاسد؟)

উত্তর:

বাই ফাসিদ (البيع الفاسد):

যে বেচাকেনাটি তার মূল বা সত্তার (Asl) দিক থেকে বৈধ, কিন্তু তার কোনো গুণ বা শর্তের (Wasf) কারণে অবৈধ হয়েছে, তাকে বাই ফাসিদ বলে। যেমন—অনির্দিষ্ট মেয়াদে বাকি বিক্রি বা শর্তযুক্ত বিক্রি।

মালিকানার হুকুম:

হানাফি মাযহাব মতে:

১. কবজ করার আগে: বাই ফাসিদ চুক্তিতে পণ্য যতক্ষণ ক্রেতা হস্তগত (কবজ) না করবে, ততক্ষণ তার মালিকানা সাব্যস্ত হবে না। এই অবস্থায় চুক্তি বাতিল করা ওয়াজিব।

২. কবজ করার পরে: যদি ক্রেতা পণ্যটি কবজ করে ফেলে, তবে সে পণ্যটির মালিক হবে, কিন্তু এটি হবে 'মিলক খবিস' (দূষিত মালিকানা)।

* ফলাফল: ক্রেতা মালিক হলেও তার ওপর ওয়াজিব হলো পণ্যটি বিক্রেতাকে ফেরত দেওয়া এবং চুক্তি বাতিল করা (ফাসাদে দূর করার জন্য)।

* যদি সে পণ্যটি খেয়ে ফেলে, বিক্রি করে দেয় বা রূপান্তর করে ফেলে (যেমন কাপড় কেটে জামা বানায়), তবে তাকে পণ্যের বাজারমূল্য (কিমান) বা সমজাতীয় পণ্য বিক্রেতাকে দিতে হবে। তখন আর ফেরত দেওয়া ওয়াজিব থাকবে না, কিন্তু গুনাহ থেকে যাবে।

অন্যান্য মাযহাব: শাফেয়ি ও জুমহুর মতে, বাই ফাসিদে কখনোই মালিকানা সাব্যস্ত হয় না, কবজ করলেও না। পণ্যটি বিক্রেতার আমানত হিসেবে থাকে।

---

৪. বিক্রেতার কাছ থেকে পণ্য বুঝে পাওয়ার পর (কিন্তু মূল্য পরিশোধের আগে) যদি ক্রেতা সেই পণ্য আবার বিক্রেতার কাছেই বিক্রি করে, তবে

তার হুকুম কী? (ما حكم البيع اذا باع من البائع قبل أن ينقد الثمن بعد حصول القبض؟)

উত্তর:

এই মাসআলাটি ফিকহে 'বাইউল ঈনাহ' (بيع العينة) বা ঋণের মাধ্যমে পণ্য কেনা-বেচার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। এর কয়েকটি সুরত বা অবস্থা আছে।

দৃশ্যপট:

'ক' একটি মোবাইল 'খ'-এর কাছে ১০,০০০ টাকায় বাকিতে বিক্রি করল। 'খ' মোবাইলটি বুঝে পেল (কবজ করল), কিন্তু টাকা এখনো দেয়নি। এখন 'খ' সেই মোবাইলটি আবার 'ক'-এর কাছেই বিক্রি করতে চাচ্ছে।

হুকুম (হানাফি মাযহাব):

১. কম দামে বিক্রি: যদি 'খ' ওই মোবাইলটি 'ক'-এর কাছে ১০,০০০ টাকার কম মূল্যে (যেমন ৮,০০০ টাকায়) নগদে বিক্রি করে, তবে তা নাজায়েজ ও ফাসিদ।

* কারণ: এটি সুদের হিলা বা কৌশল। বাস্তবে 'ক' তাকে ৮০০০ টাকা ঋণ দিল এবং পরে ১০০০০ টাকা নেবে। মাঝখানে মোবাইলটি শুধু মাধ্যম। একে 'বাইউল ঈনাহ' বলে, যা রাসুল (সা.) লানত করেছেন।

* ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)-এর মতে জায়েজ, কিন্তু ফতোয়া ইমাম আবু হানিফার (নাজায়েজ) মতের ওপর।

২. **সমান বা বেশি দামে বিক্রি:** যদি সে ১০,০০০ টাকা বা তার বেশি দামে বিক্রি করে, তবে তা **জায়েজ**। কারণ তখন সুদের সন্দেহ থাকে না।

৩. **মূল্য পরিশোধের পর:** যদি 'খ' প্রথম ক্রয়ের মূল্য (১০,০০০ টাকা) পরিশোধ করে দেয়, এরপর আবার 'ক'-এর কাছে বিক্রি করে (কম বা বেশি দামে), তবে তা সর্বসম্মতিক্রমে **জায়েজ**।

---

৫. 'বাই' (বিক্রয়) এবং 'নিকাহ' (বিবাহ)-এর মধ্যে পার্থক্য কী? (ما الفرق بين البيع والنكاح؟ بين)

উত্তর:

বাই (ক্রয়-বিক্রয়) এবং নিকাহ (বিবাহ)—উভয়টিই শরিয়তের 'আকদ' বা চুক্তি। কিন্তু এদের প্রকৃতি ও বিধানে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে:

১. **উদ্দেশ্য (মাকসাদ):**

- **বাই:** এর উদ্দেশ্য হলো 'মালিকুল আইন' বা বস্তুর মালিকানা হস্তান্তর এবং মুনাফা অর্জন।
- **নিকাহ:** এর উদ্দেশ্য হলো 'মালিকুল বুদ' বা দাম্পত্য জীবনের বৈধতা, বংশরক্ষা এবং প্রশান্তি (সুকুন)। এটি নিছক লেনদেন নয়, ইবাদত।

২. **মেয়াদ (তাওকিত):**

- **বাই:** এটি তাৎক্ষণিক মালিকানা বদল করে। সাময়িক সময়ের জন্য বিক্রি (যেমন ১ মাসের জন্য বিক্রি) জায়েজ নয়।
- **নিকাহ:** এটি একটি স্থায়ী বন্ধন (আজীবন)। নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিবাহ (মুতা বিবাহ) হারাম ও বাতিল।

৩. **খিয়ার (ইখতিয়ার):**

- **বাই:** বিক্রয়ের ক্ষেত্রে খিয়ারুশ শর্ত, খিয়ারুল আইব ইত্যাদি চলে। অর্থাৎ পছন্দ না হলে ফেরত দেওয়া যায়।
- **নিকাহ:** বিবাহে সাধারণত 'খিয়ারুশ শর্ত' (যেমন ৩ দিন পর ভেবে দেখব) চলে না। একবার কবুল বললে তা হয়ে যায়।

৪. **বাতিল ও ফাসিদ:**

- **বাই:** হানাফি মতে বিক্রয় ৩ প্রকার: সহিহ, ফাসিদ, বাতিল।
- **নিকাহ:** অধিকাংশের মতে বিবাহ ২ প্রকার: সহিহ ও বাতিল। ফাসিদ বিবাহ বলতে কিছু নেই (কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া)।

৫. **মূল্য বা মহর:**

- **বাই:** মূল্য নির্ধারণ না করলে বিক্রি ফাসিদ হয়।
- **নিকাহ:** মহর উল্লেখ না করলেও বিবাহ সহিহ হয়ে যায় (মহরে মিসিল ওয়াজিব হয়)।

---

৬. বেচাকেনার প্রকারভেদ (আকসামুল বুয়ু) বিস্তারিত আলোচনা করো। (ما هي اقسام البيع بين بالتفصيل)

উত্তর:

বেচাকেনাকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ভাগ করা যায়। নিচে প্রধান প্রকারভেদগুলো উল্লেখ করা হলো:

১. বিনিময় বস্তুর ভিত্তিতে (৪ প্রকার):

- **বাই মুতলাক (Absolute Sale):** মুদ্রার (টাকা/সোনা/রুপা) বিনিময়ে পণ্য বিক্রি। এটিই সাধারণ বেচাকেনা।
- **বাই মুকাইয়াদা (Barter Sale):** পণ্যের বিনিময়ে পণ্য বিক্রি। (যেমন- চালের বদলে ডাল)।
- **বাই সরফ (Money Exchange):** মুদ্রার বিনিময়ে মুদ্রা বিক্রি। (যেমন- ডলার দিয়ে টাকা বা সোনা দিয়ে সোনা)। এটি অবশ্যই নগদ হতে হবে।
- **বাই সালাম (Advance Sale):** অগ্রিম মূল্য পরিশোধ করে ভবিষ্যতে পণ্য নেওয়া।

২. মূল্য নির্ধারণের ভিত্তিতে (৪ প্রকার):

- **বাই মুসাওয়ামা (Bargaining Sale):** বিক্রেতা তার কেনা দাম গোপন রেখে দরদাম করে বিক্রি করে।
- **বাই মুরাবাহা (Profit Sale):** কেনা দাম উল্লেখ করে নির্দিষ্ট লাভে বিক্রি। (যেমন- ১০০ টাকায় কিনেছি, ১০ টাকা লাভে ১১০ টাকায় বেচলাম)।
- **বাই তাউলিয়া (Cost Sale):** কেনা দামেই বিক্রি করা (লাভ-ক্ষতি ছাড়া)।
- **বাই ওয়াদিয়া (Loss Sale):** কেনা দামের চেয়ে কম দামে বিক্রি করা।

৩. শরয়ী হুকুমের ভিত্তিতে (৪ প্রকার - হানাফি মতে):

- **বাই সহিহ (Valid):** যার রুকন ও শর্ত সব ঠিক আছে।
- **বাই বাতিল (Void):** যার রুকন পাওয়া যায়নি বা হারাম বস্তু (মদ/শূকর) বিক্রি। এর কোনো কার্যকরিতা নেই।
- **বাই ফাসিদ (Irregular):** যা বৈধ কিন্তু শর্তে ত্রুটি আছে।

- **বাই মাকরুহ:** যা বৈধ কিন্তু অপছন্দনীয় (যেমন জুম্মার আযানের সময় বিক্রি)।

---

৭. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর জীবনী সংক্ষেপে লেখ। (اكتب نبذة من حياة ابن عمر (رض))

উত্তর:

নাম ও বংশ:

তাঁর নাম আব্দুল্লাহ, পিতা ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)। মাতা জয়নব বিনতে মাজউন। তিনি নবুয়তের ২য় বা ৩য় বছরে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন।

ইসলাম ও জিহাদ:

তিনি শৈশবেই পিতার সাথে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মদিনায় হিজরত করেন। বদর ও উহুদ যুদ্ধের সময় তিনি ছোট ছিলেন বলে রাসুল (সা.) তাঁকে অনুমতি দেননি। খন্দকের যুদ্ধে (১৫ বছর বয়সে) তিনি প্রথম অংশগ্রহণ করেন এবং এরপর সকল যুদ্ধে শরিক হন।

ইলম ও সুন্নাহর অনুসরণ:

তিনি ছিলেন 'ইত্তেবায়ে সুন্নাত' বা রাসুল (সা.)-এর হুবহু অনুসরণের মূর্ত প্রতীক। রাসুল (সা.) যেখানে বসেছেন, তিনিও সেখানে বসতেন; যেখানে নামাজ পড়েছেন, তিনিও পড়তেন। তিনি সাহাবিদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফকিহ এবং মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি 'মুকাসসিরিন' (সর্বাধিক হাদিস বর্ণনাকারী)-এর মধ্যে দ্বিতীয়। তাঁর বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা ২,৬৩০টি।

ইন্তেকাল:

তিনি ৭৩ হিজরি সনে (মতান্তরে ৭৪) মক্কায় ইন্তেকাল করেন। হাজ্জাজ বিন ইউসুফের সময় রাজনৈতিক গোলযোগের শিকার হয়ে তিনি আহত হয়েছিলেন। তাঁকে মক্কার 'মুহাসসাব' বা 'সারাফ' নামক স্থানে দাফন করা হয়। তিনি ছিলেন মক্কায় মৃত্যুবরণকারী সর্বশেষ সাহাবি।

---

৮. হযরত হাকিম ইবনে হিজাম (রা.)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখ। (اكتب نبذة من حياة حكيم بن حزام (رض) بالايجاز)

উত্তর:

নাম ও বিশেষত্ব:

তাঁর নাম হাকিম ইবনে হিজাম ইবনে খুওয়াইলিদ। তিনি ছিলেন উম্মুল মুমিনিন হযরত খাদিজা (রা.)-এর ভাতিজা। তাঁর একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি জাহেলি যুগে পবিত্র কাগতি উল্লাহর অভ্যন্তরে (ভেতরে) জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ইতিহাসে আর কারো এই সৌভাগ্য হয়নি।

ইসলাম গ্রহণ:

তিনি কুরাইশদের সম্ভ্রান্ত নেতা ও অত্যন্ত বুদ্ধিমান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করতে দেরি করেছিলেন। ৮ম হিজরি সনে মক্কা বিজয়ের দিন তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) মক্কা বিজয়ের দিন ঘোষণা করেছিলেন: "যে ব্যক্তি হাকিম বিন হিজামের ঘরে আশ্রয় নেবে, সে নিরাপদ।"

দানশীলতা ও বয়স:

ইসলাম গ্রহণের পর তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, জাহেলি যুগে তিনি ইসলামের বিরুদ্ধে যত খরচ করেছেন, তার চেয়ে বেশি তিনি ইসলামের পথে খরচ করবেন। তিনি ১০০টি গোলাম আজাদ করেছিলেন এবং হজ্জে ১০০টি উট কুরবানি করেছিলেন।

তিনি দীর্ঘ ১২০ বছর জীবন লাভ করেন। ৬০ বছর জাহেলি যুগে এবং ৬০ বছর ইসলামি যুগে।

ইন্তেকাল:

তিনি ৫৪ হিজরি সনে মদিনায় ইন্তেকাল করেন।

7- عن عبد الله بن عمرو ان النبي ﷺ قال لا يحل بيع بيوت مكة ولا اجارتها -
عن اسامة بن زيد انه قال يا رسول الله اتنزل في دارك بمكة؟ فقال وهل ترك لنا عقيل من رباع او دور –

الْأَسْئِلَةُ الْمُلْحَقَةُ مَعَ الْأَجْوِبَةِ

1- ما معنى البيع لغة وشرعا؟ وكم قسما له وما هي؟
2- بين فوائد البيع ومنافعه -
3- هل مكة فتحت صلحا ام عنوة؟ وما هو الراجح عند اصحاب السير؟ بين –
4- هل يجوز بيع بناء بيوت مكة وبيع ارضها ؟ بين اختلاف الفقهاء في هذه المسئلة مفصلا -
5- ما معنى الاجارة لغة وشرعا ؟ بين اقسامها –
او- الاجارة ما هي؟ وكم قسما لها؟
او- عرف الاجارة - ثم بين اقسامها –
6- بين ركن الاجارة –
7- اكتب شرائط الاجارة موضحا –
8- اكتب نبذة من حياة اسامة بن زيد مختصرا -
او- اكتب نبذة من حياة أسامة بن زيد (رض) بالايجاز –

হাদিসের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ

মূল হাদিস (১):
عن عبد الله بن عمرو ان النبي ﷺ قال لا يحل بيع بيوت مكة ولا اجارتها.

মূল হাদিস (২):

عن اسامة بن زيد انه قال يا رسول الله اتنزل في دارك بمكة؟ فقال وهل ترك لنا عقيل من رباع او دور.

১. المأخذ (সংকলন তথ্য):

প্রথম হাদিসটি (আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা.) ইমাম আবু দাউদ (রহ.) এবং ইমাম দারা কুতনি (রহ.) সংকলন করেছেন। এটি মক্কার ভূমির মালিকানা সংক্রান্ত একটি বিতর্কিত বিষয়ের দলিল।

দ্বিতীয় হাদিসটি (উসামা বিন যায়েদ রা.) ইমাম বুখারি (রহ.) তাঁর সহিহ বুখারি (হাদিস নং ১৫৮৮), ইমাম মুসলিম (রহ.) তাঁর সহিহ মুসলিম (হাদিস নং ১৩৫১) এবং ইমাম আবু দাউদ (রহ.) সংকলন করেছেন। এটি মক্কার ঘরবাড়িতে ব্যক্তিগত মালিকানা সাব্যস্ত হওয়ার শক্তিশালী দলিল।

২. مناسبة الحديث (হাদিস প্রসঙ্গ):

মক্কা মোকাররমা 'হারাম' বা পবিত্র ভূমি। এটি কি সাধারণ জমির মতো কেনা-বেচা করা যাবে, নাকি এটি সকল মুসলিমের জন্য ওয়াকফ সম্পত্তি? এই আইনি বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য হাদিসগুলো এসেছে।

বিশেষ করে মক্কা বিজয়ের সময় হযরত উসামা (রা.) নবীজি (সা.)-কে তাঁর পৈতৃক বাড়িতে ওঠার প্রস্তাব দিলে নবীজি জানান যে, তাঁর চাচাতো ভাই আকিল (তৎকালীন কাফের) সব সম্পত্তি বিক্রি করে দিয়েছে। এই ঘটনা প্রমাণ করে যে, মক্কার বাড়িতে মালিকানা স্বত্ব চলে।

৩. ترجمة الحديث مع التوضيح (হাদিসের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ):

হাদিস-১ এর অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) বলেছেন: "মক্কার ঘরবাড়ি বিক্রি করা এবং ভাড়া দেওয়া হালাল (বৈধ) নয়।"

হাদিস-২ এর অনুবাদ: হযরত উসামা বিন যায়েদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বললেন: "হে আল্লাহর রাসুল! আপনি কি (মক্কায় গিয়ে) আপনার নিজের বাড়িতে উঠবেন?" তিনি বললেন: "আকিল কি আমাদের জন্য কোনো ঘরবাড়ি বা ভিটেমাটি অবশিষ্ট রেখেছে?"

ব্যাখ্যা:

- **আকিলের উত্তরাধিকার:** আকিল বিন আবি তালিব ইসলাম গ্রহণে দেরি করেছিলেন। আবু তালিবের মৃত্যুর পর তিনি কাফের অবস্থায়

ওয়ারিশ হন (মুসলিম কাফেরের ওয়ারিশ হয় না, তাই আলী ও জাফর রা. পাননি)। পরে তিনি সেই বাড়িঘর বিক্রি করে দেন।

- **বিরোধ নিরসন:** প্রথম হাদিসে বিক্রি নিষেধ করা হয়েছে, যা ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর দলিল। আর দ্বিতীয় হাদিসে আকিলের বিক্রিকে নবীজি (সা.) বাস্তবতা হিসেবে মেনে নিয়েছেন, যা বিক্রি জায়েজ হওয়ার দলিল।

৪. الحاصل (সমাপনী):

মক্কার জমিন বিক্রি ও ভাড়া দেওয়া নিয়ে ইমামদের মতভেদ থাকলেও, বিশুদ্ধ ও প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত হলো—মক্কার ঘরবাড়িতে ব্যক্তিগত মালিকানা সাব্যস্ত হয় এবং তা বেচাকেনা ও ভাড়া দেওয়া জায়েজ।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন ও উত্তর (الْأَسْئِلَةُ الْمُلْحَقَةُ مَعَ الْأَجْوِبَةِ)

১. 'বাই' (البيع)-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? এবং এটি কত প্রকার ও কী কী? (ما معنى البيع لغة وشرعا؟ وكم قسما له وما هي؟)

উত্তর:

ক. অর্থ:

- **আভিধানিক অর্থ:** 'বাই' (البيع) শব্দটি 'বা-ইয়া-আইন' ধাতু থেকে নির্গত। এর অর্থ—বিনিময় করা। বিক্রেতা পণ্য দেওয়ার জন্য হাত বাড়ায় (বা'আ) বলে একে বাই বলা হয়।
- **পারিভাষিক অর্থ:** শরিয়তের পরিভাষায়:

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ بِالتَّرَاضِي

অর্থ: পারস্পরিক সন্তুষ্টির ভিত্তিতে মালের বিনিময়ে মাল (সম্পদ) আদান-প্রদান করা।

খ. প্রকারভেদ (আকসাম):

বেচাকেনা প্রধানত ৪টি দৃষ্টিকোণ থেকে ভাগ করা হয়। 'বিনিময় বস্তুর' ভিত্তিতে ৪ প্রকার:

১. বাই মুতলাক: সাধারণ ক্রয়-বিক্রয় (টাকার বিনিময়ে পণ্য)। এটিই সবচেয়ে ব্যাপক।

২. বাই মুকাইয়াদা: পণ্যের বিনিময়ে পণ্য (Barter System)। যেমন—গমের বদলে খেজুর।

৩. বাই সরফ: মুদ্রার বিনিময়ে মুদ্রা (Currency Exchange)। যেমন—সোনা দিয়ে রুপা বা ডলার দিয়ে টাকা। এটি নগদ হওয়া শর্ত।

৪. বাই সালাম: অগ্রিম মূল্য দিয়ে পরে পণ্য বুঝে নেওয়া।

মূল্য নির্ধারণের ভিত্তিতে ৪ প্রকার:

১. বাই মুরাবাহা: লাভে বিক্রি (কেনা দাম + লাভ উল্লেখ করে)।

২. বাই তাওলিয়া: কেনা দামে বিক্রি (লাভ-ক্ষতি ছাড়া)।

৩. বাই ওয়াদিয়া: লোকসানে বিক্রি।

৪. বাই মুসাওয়ামা: দরদাম করে বিক্রি (লাভ গোপন রেখে)।

---

২. বেচাকেনার উপকারিতা ও সুফল বর্ণনা করো। (بين فوائد البيع ومنافعه)

উত্তর:

বেচাকেনা মানবজীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। আল্লাহ তাআলা একে হালাল করেছেন এবং এর মধ্যে বহুবিধ কল্যাণ নিহিত রেখেছেন।

১. পারস্পরিক প্রয়োজন পূরণ: আল্লাহ মানুষকে এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যে কেউ স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। কৃষকের কাছে চাল আছে কিন্তু কাপড় নেই, তাঁতির কাছে কাপড় আছে কিন্তু চাল নেই। বেচাকেনার মাধ্যমে তারা একে অপরের অভাব পূরণ করে।

২. হালাল জীবিকা: এটি উপার্জনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। হাদিসে বলা হয়েছে, "সত্যবাদী ও আমানতদার ব্যবসায়ী কিয়ামতের দিন নবী, সিদ্দিক ও শহীদদের সাথে থাকবেন।" (তিরমিজি)।

৩. অর্থনৈতিক প্রবাহ: বেচাকেনার মাধ্যমে সম্পদ এক জায়গায় পুঞ্জীভূত না হয়ে সমাজে প্রবাহিত হয়। এতে অর্থনৈতিক বৈষম্য কমে।

৪. সম্পদের সদ্ব্যবহার: যার কাছে অতিরিক্ত সম্পদ আছে, সে তা বিক্রি করে দেয়। এতে সম্পদের অপচয় রোধ হয়।

---

৩. মক্কা কি সন্ধির মাধ্যমে (সুলহান) বিজয় হয়েছে, নাকি শক্তি প্রয়োগে (আনওয়াতান)? ইতিহাসবিদদের মতে প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত কোনটি? (هل مكة فتحت صلحا ام عنوة؟ وما هو الراجح عند اصحاب السير؟ بين)

উত্তর:

মক্কা বিজয় কোন পদ্ধতিতে হয়েছে, তা ফিকহি বিধানের (জমির মালিকানা) জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ নিয়ে মতভেদ আছে।

১. ইমাম শাফেয়ি (রহ.)-এর মত:

তাঁর মতে, মক্কা 'সুলহান' বা সন্ধির মাধ্যমে বিজিত হয়েছে।

- **যুক্তি:** রাসুলুল্লাহ (সা.) মক্কায় প্রবেশের সময় ঘোষণা দিয়েছিলেন: *"যে আবু সুফিয়ানের ঘরে প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ; যে নিজ ঘরের দরজা বন্ধ রাখবে, সে নিরাপদ।"* এই নিরাপত্তার ঘোষণা সন্ধির প্রমাণ। তাই মক্কার জমি মক্কাবাসীদের মালিকানায় বহাল থাকবে।

২. ইমাম আবু হানিফা, মালিক ও আসহাবুস সিয়ার (ঐতিহাসিকগণ):

তাঁদের মতে, মক্কা 'আনওয়াতান' বা শক্তি প্রয়োগে (যুদ্ধ করে) বিজিত হয়েছে। এটিই রাজিন বা প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত।

- **দলিল ১:** রাসুলুল্লাহ (সা.) মক্কায় প্রবেশের সময় ইহরাম অবস্থায় ছিলেন না, বরং মাথায় লোহার শিরস্ত্রাণ (মিগফার) পরিহিত ছিলেন, যা যুদ্ধের বেশ।
- **দলিল ২:** খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.)-এর বাহিনীর সাথে কাফেরদের যুদ্ধ হয়েছে এবং কয়েকজন কাফের নিহত হয়েছে। সন্ধি হলে রক্তপাত হতো না।
- **ফলাফল:** শক্তি প্রয়োগে বিজিত হওয়ার কারণে মক্কার জমি গনীমত হিসেবে মুজাহিদদের মধ্যে বন্টন হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু রাসুলুল্লাহ (সা.) বিশেষ অনুগ্রহ করে (মান্না আলাইহিম) তা বন্টন করেননি এবং মূল মালিকদের হাতেই রেখে দিয়েছেন।

---

৪. মক্কার ঘরবাড়ি ও জমি বিক্রি করা কি জায়েজ? এ বিষয়ে ফকিহদের মতভেদ বিস্তারিত লেখ। (هل يجوز بيع بناء بيوت مكة وبيع ارضها ؟ بين اختلاف الفقهاء في هذه المسئلة مفصلا)

উত্তর:

মক্কার পবিত্র ভূমির ঘরবাড়ি ও জমি বিক্রি এবং ভাড়া দেওয়া জায়েজ কি না, তা নিয়ে ফকিহদের তিনটি প্রসিদ্ধ মত রয়েছে:

১. ইমাম আবু হানিফা (রহ.):

- **বিক্রি:** মক্কার ঘরের **স্থাপনা বা বিল্ডিং** বিক্রি করা জায়েজ। কিন্তু মক্কার **জমিন (ভূমি)** বিক্রি করা মাকরুহ বা নাজায়েজ। কারণ এটি বিজিত ভূমি যা ওয়াকফ সম্পত্তি হিসেবে গণ্য।
- **ভাড়া:** বিশেষ করে হজ্জের মৌসুমে হাজিদের কাছে ঘর ভাড়া দেওয়া **নাজায়েজ ও মাকরুহ**।
- **দলিল:** আল্লাহ তাআলা বলেন: *"{سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ}" - এখানে স্থানীয় এবং বহিরাগত সবাই সমান।* (সূরা হজ্জ: ২৫)। যেহেতু সবার অধিকার সমান, তাই হাজিদের থেকে ভাড়া নেওয়া যাবে না।

২. সাহিবাইন (ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ) এবং ইমাম আহমদ:

তাঁদের মতে, মক্কার ঘরবাড়ি এবং জমি—উভয়টিই বিক্রি করা এবং ভাড়া দেওয়া সম্পূর্ণ জায়েজ। বর্তমানে হানাফি মাযহাবে এই মতের ওপরই ফতোয়া দেওয়া হয়।

- **দলিল:** আলোচ্য উসামা (রা.)-এর হাদিস। আকিল (রা.) মক্কার বাড়ি বিক্রি করেছিলেন এবং রাসুল (সা.) তা মেনে নিয়েছেন। তাছাড়া হযরত ওমর (রা.) মক্কায় জেলখানা করার জন্য সাফওয়ান বিন উমাইয়ার বাড়ি ৪০০০ দিরহামে কিনেছিলেন। মালিকানা না থাকলে কেনা-বেচা হতো না।

৩. ইমাম শাফেয়ি (রহ.):

তাঁর মতেও বিক্রি ও ভাড়া উভয়টি জায়েজ। কারণ মক্কা সন্ধির মাধ্যমে বিজিত, তাই জমি মক্কাবাসীদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি।

---

৫. 'ইজারা' (ভাড়া)-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? এর প্রকারভেদ লেখ। (ما معنى الاجارة لغة وشرعا ؟ بين اقسامها)

উত্তর:

ক. অর্থ:

- **আভিধানিক অর্থ:** 'ইজারা' (الإجارة) শব্দটি 'আজর' (أجر) থেকে এসেছে। এর অর্থ—বিনিময়, প্রতিদান বা পারিশ্রমিক।
- **পারিভাষিক অর্থ:** শরিয়তের পরিভাষায়:

بَيْعُ مَنْفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ بِعِوَضٍ مَعْلُومٍ

অর্থ: নির্দিষ্ট কোনো উপকারের (Manfa'ah) বিনিময়ে নির্দিষ্ট পারিশ্রমিক বা ভাড়ার চুক্তি করা। (অর্থাৎ বস্তুর মালিকানা ঠিক রেখে তার উপকার ভোগ করার অধিকার বিক্রি করা)।

খ. প্রকারভেদ:

ইজারা বা ভাড়া প্রধানত দুই প্রকার:

১. ইজারাতুল আ'ইয়ান (বস্তুর ভাড়া): কোনো নির্দিষ্ট বস্তু ভাড়া দেওয়া। যেমন—বসবাসের জন্য ঘর, চাষাবাদের জন্য জমি, পরিবহনের জন্য গাড়ি বা পশু ভাড়া নেওয়া।

২. ইজারাতুল আদম (শ্রমিক নিয়োগ): মানুষের শ্রম ভাড়া নেওয়া। এটি আবার দুই প্রকার:

* আজিরে খাস (ব্যক্তিগত শ্রমিক): যে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য শুধু একজনের কাজ করে। যেমন—অফিসের কর্মচারী, ব্যক্তিগত খাদেম।

* আজিরে মুশতরাক (সাধারণ শ্রমিক): যে সবার কাজ করে। যেমন—দর্জি, ধোপা, রিকশাচালক, ডাক্তার।

---

৬. ইজারার রুকন বা মৌলিক স্তম্ভ কী? (بين ركن الاجارة)

উত্তর:

হানাফি মাযহাব মতে, ক্রয়-বিক্রয়ের মতো ইজারারও রুকন বা মৌলিক স্তম্ভ হলো মাত্র একটি:

- **ইজাব ও কবুল (প্রস্তাব ও গ্রহণ):** ভাড়াদাতা (মালিক/শ্রমিক) এবং ভাড়াটিয়া (গ্রহীতা/নিয়োগকর্তা)-এর সম্মতিসূচক উক্তি।
    - ভাড়াদাতা বলবে: "আমি এটি ভাড়া দিলাম" (আজজারতু)।

- গ্রহীতা বলবে: "আমি ভাড়া নিলাম" (ইসতা'জারতু) বা "কবুল করলাম"।

জুমহুর ফকিহদের মতে, রুকন ৪টি: ১. দুই পক্ষ (আকিদান), ২. সিগা (ইজাব-কবুল), ৩. ভাড়ার বস্তু/উপকার (মানফাআহ), ৪. ভাড়া বা পারিশ্রমিক (উজরাত)।

---

৭. ইজারা সহিহ হওয়ার শর্তাবলি স্পষ্ট করে লেখ। (اكتب شرائط الاجارة موضحا)

উত্তর:

ইজারা বা ভাড়ার চুক্তি সহিহ হওয়ার জন্য নিম্নোক্ত শর্তগুলো (Shurut) জরুরি:

১. যোগ্যতা: চুক্তিকালি উভয় পক্ষকে (মালিক ও ভাড়াটিয়া) সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী (আকেল) ও বুঝমান (মুমায়্যিজ) হতে হবে।

২. تراض (সম্মতি): উভয় পক্ষের পূর্ণ সন্তুষ্টি থাকতে হবে। জোরপূর্বক ভাড়া দেওয়া বা খাটানো হারাম।

৩. মানফাআহ (উপকার) নির্ধারণ: কী কাজের জন্য ভাড়া নেওয়া হচ্ছে তা স্পষ্ট হতে হবে। যেমন—দোকান দেওয়ার জন্য, না কি থাকার জন্য।

৪. উজরাত (ভাড়া) নির্ধারণ: ভাড়া বা পারিশ্রমিক কত হবে, তা চুক্তির শুরুতেই নির্ধারণ করতে হবে। রাসুল (সা.) বলেছেন: "শ্রমিকের ঘাম শুকানোর আগে পারিশ্রমিক দিয়ে দাও"—যা প্রমাণ করে পারিশ্রমিক আগেই সাব্যস্ত হতে হবে।

৫. মুদ্দত (সময়) নির্ধারণ: কত দিনের জন্য ভাড়া, তা ঠিক করা (যেমন—১ বছর, ১ মাস)।

৬. বৈধতা: হারাম কাজের জন্য (যেমন পতিতালয়, মদের বার) ভাড়া দেওয়া জায়েজ নেই।

---

৮. হযরত উসামা বিন যায়েদ (রা.)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখ। (اكتب نبذة من حياة اسامة بن زيد مختصرا)

উত্তর:

নাম ও পরিচয়:

তাঁর নাম উসামা, পিতা যায়েদ ইবনে হারিসা (যিনি ছিলেন রাসুল সা.-এর পালক পুত্র ও কুরআনে নাম উল্লিখিত একমাত্র সাহাবি)। মাতা উম্মে আইমান (রাসুল সা.-এর ধাত্রী)। তিনি হিজরতের ৭ বছর আগে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন।

লকব বা উপাধি:

রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁকে এবং তাঁর পিতাকে প্রচণ্ড ভালোবাসতেন। তিনি ছিলেন কালো বর্ণের, কিন্তু নবীজি তাঁকে কোলে নিতেন এবং চুমু খেতেন। সাহাবিরা তাঁকে 'হিব্বু ইবনি হিব্বি রাসুলিল্লাহ' (রাসুলের প্রিয়ভাজনের পুত্র প্রিয়ভাজন) বলে ডাকতেন।

সেনাপতিত্ব ও মর্যাদা:

জীবনের শেষ দিকে রাসুলুল্লাহ (সা.) রোম অভিযানের জন্য বিশাল এক মুসলিম বাহিনী প্রস্তুত করেন এবং তরুণ উসামাকে তার সেনাপতি নিযুক্ত করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ১৮ বা ২০ বছর। ওই বাহিনীতে আবু বকর ও ওমরের মতো প্রবীণ সাহাবিরাও তাঁর অধীনে ছিলেন। নবীজির ওফাতের পর আবু বকর (রা.) এই বাহিনী প্রেরণ করেন এবং উসামা বিজয়ী হয়ে ফিরে আসেন।

ইন্তেকাল:

রাসুল (সা.)-এর ওফাতের পর তিনি ফেতনা থেকে দূরে থাকেন। হযরত আলী ও মুয়াবিয়ার দ্বন্দ্বে তিনি নিরপেক্ষ অবস্থান নেন। তিনি ৫৪ হিজরি সনে মদিনার উপকণ্ঠে জুরফ নামক স্থানে ইন্তেকাল করেন।